CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 March, 2021 ■ আগরতলা, ২১ মার্চ ২০২১ ইং ■ ৭ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সহকর্মীর সাথে প্রতারণা মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। বিশালগড় এর অফিস টিলা এলাকার এক সহজ-সরল মহিলা কর্মচারীর কাছ থেকে স্বাক্ষর আদায় করে প্রতারণা করেছে অপর এক সহকর্মী মহিলা। এক বৃদ্ধা সরকারি কর্মচারীর সরলতার সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর আদায় করে অন্য এক যুবকের নামে কর্পোরেশন থেকে লোন তুলে গাড়ি ক্রয় করে নেয় সহকর্মী অপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাপড়ের গুদাম আগুনে পুড়ে ছাই

কদমতলা , ২০ মার্চ (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে কাপড়ের গুদাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় কদমতলা থানাধীন কদমতলা বাজারে নিখিল চন্দ্র নাথের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্য দোকানপাট অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তাতে ক্ষয়ক্ষতি-পরিমাণ ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকা হবে।

নিখিলবাবু জানিয়েছেন, গতকাল রাত একটা নাগাদ গুদামে আগুন লেগেছিল। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছি। খবর দেওয়া হয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে আসেন এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি জানান, দমকল বাহিনী ঘটনা স্থলে পৌঁছানোর আগেই গুদামের অধিকাংশ জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাতে, ১৫ থেকে ১৬ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

সবগুলি জেলাতেই আইনি পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২০ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিকাঠামোগত বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্য সরকার রাজ্যের সব জেলাতেই আইনি পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের অডিটোরিয়ামে ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবং ত্রিপুরা জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী সপ্তম বার্ষিক জুডিশিয়াল কনক্ল্যাভের উদ্বোধনী সমারোহে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি বলেন, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেটে ত্রিপুরায় আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আইন বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং নতুন পরিচিতি আনবে। জাতীয় স্তরের ফ্যাকাল্টি তৈরির মাধ্যমে ত্রিপুরা আইন বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দিনে উচ্চ শিখরে পৌঁছাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিকাশের চিত্র তুলে ধরে বলেন, ত্রিপুরায় ইকো ট্যুরিজমের বিকাশের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। ছবিমুড়া সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রাজ্যের ৫৪টি চা-বাগানকে পর্যটনের ক্ষেত্র হিসেবে উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে গড়ে তোলা হচ্ছে সুদৃশ্য লগহাট সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধা। আয়তনের দিক থেকে ত্রিপুরা ছোট হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ অতিথিবৎসল হওয়ায় পর্যটনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইজ অব লিভিং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ১৩ বছর বয়সি নাবালকের ধর্ষণ

বিলোনিয়া, ২০ মার্চ (হি. স.)।। সামাজিক অবক্ষয়ের চরম পরিণাম জনসমক্ষে এসেছে। যেখানে ১৩ বছর বয়সি নাবালকের বিরুদ্ধে মাত্র সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। আজ শনিবার অভিযুক্ত নাবালককে জুভেইনাল আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। তবে আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।

বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক থানায় দায়েরকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, গত ১৭ মার্চ ১৩ বছর বয়সি এক নাবালক তার প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে একাকিত্বের সুযোগে সাড়ে তিন বছরের শিশুকন্যাকে ধর্ষণ করেছে। ওই শিশুকন্যাটি ঘটনার পরের দিন বিষয়টি তার বাবা-মাকে জানিয়েছিল। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ শিশুকন্যার পরিবারের সদস্য বিলোনিয়া মহিলা থানায় প্রতিবেশী নাবালকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলা পুলিশ থানা অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নিয়ে নাবালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৭৬ এবং দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট বা পোকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে।

অভিযোগ এবং মামলার ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে আজ জুভেইনাল আদালতে সোপর্দ করেছিল। কিন্তু আদালত তাকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে।

স্ত্রীর পরকিয়া সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মার্চ।। স্ত্রীর অবৈধ প্রেম সহ্য করতে না পেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল স্বামী।ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা ভাটিবাড়ী পঞ্চায়েত এলাকায়।ঘটনার বিবরণে জানা যায় কোনাবন পঞ্চায়েতের সনাতন চৌধুরী পাড়া এলাকার সুনীল দেববর্মা(৪৫)বিয়ে করে ভাটিবাড়ী পঞ্চায়েত এলাকার তুলসী দেববর্মাকে ভালোবাসার মাধ্যমে।

তাদের সংসারে একটি ছেলে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক মাস যাবত সুনীল দেববর্মার স্ত্রী পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কখনো দেখা যায় সারাক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত। আবার কখনো দেখা যায় সংসার ছেড়ে রাতদিন অন্য পুরুষের সাথে রাত কাটায়। এই নিয়ে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। দফায় দফায় সালিশি সভা করার পরও শুদৰায়নি তার স্ত্রী। সারাক্ষণ স্বামীর অবর্তমানে পর পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলে মোবাইলের মাধ্যমে। শুধু তাই নয় পঞ্চায়েতের সভাৰ অজুহাত দেখিয়ে পর পুরুষের সাথে রাত কাটায়।

আর তা সহ্য করতে না পেরে শনিবার সকাল বেলা ভাটিবাড়ী রাবার বাগান এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে সুনীল দেববর্মা। তা নিয়ে গোটা এলাকায় চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এখন কথা উঠছে পঞ্চায়েত কিংবা দল থেকে তুলসী দেববর্মাকে বহিষ্কার করে কিনা।

শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কুৎসা, প্রতিবাদে কইয়াঢেপা স্কুলে তালা দিল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। দক্ষিণ কইয়াঢেপা স্কুলের শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কুৎসা ও সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করল ছাত্রছাত্রীরা। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগরের দক্ষিণ কইয়াডেপা হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শিক্ষিকার সঙ্গে খারাপ আচরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিকা পুনম চৌহান ছাত্রকে বেত্রাঘাত করেছিল।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ছাত্রের বাড়ির পক্ষ থেকে শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।শুধু তাই নয়, শিক্ষিকাকে বারবার হুমকি দিচ্ছে বিদ্যালয় এ না আসার জন্য। পরবর্তী সময়ে সেই ঘটনার মিটমাট হয়। তারপরও শিক্ষিকাকে বারবার হুমকি দিচ্ছে এবং অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ওই ছাত্রের আত্মীয়-স্বজন। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। যারা শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের মূলফটকে তালা জুলিয়ে আন্দোলনে নামল ছাত্রছাত্রীরা। পরবর্তী সময়ে পরিচালন কমিটির সদস্যরা এসে ছাত্র-ছাত্রী সাথে কথা বলেন এবং তালা খুলে দেওয়া হয়।যারা অপপ্রচার চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তারা।

খোয়াইয়ে ড্রাগস সহ আটক নেশা ব্যপারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। খোয়াই রামচন্দ্র ঘাটে লিটন নমঃশূদ্র নামে এক যুবককে ড্রাগস সহ আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিল এলাকাবাসী। নেশাকারবারিদের দৌরাত্ম্য দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

নেশার কবলে পড়ে ধ্বংস হচ্ছে যুব সমাজ।রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পালন করতে সক্ষম হয়নি সরকার। রাজ্য সরকারের সেই ঘোষণাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারির তাদের বাণিজ্য নতুন নতুন কৌশলে চালিয়ে যাওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন রাজ্য কেন্দ্র করার জন্য প্রতিদিন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক করেছেন। খোয়াই এর রামচন্দ্র ঘাটে স্থানীয় জনগন এক নেশা কারবারিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা হাইকোর্ট উৎকৃষ্ট ন্যায় প্রদানে নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২০ মার্চ (হি.স.)।। নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় দেশের হাইকোর্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের উপরেও যে সাংবিধানিক দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সে দায়িত্ব সামলাচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল রমেশ বৈস এ-কথা বলেন। তিনি বলেন, অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ন্যায় সম্মেলন রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টদের আত্মচিন্তনের সুযোগ এনে দিয়েছে। এটা গর্বের বিষয় যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট উৎকৃষ্ট ন্যায় প্রদানে নিরন্তর প্রয়াস জারি রেখেছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আরও বলেন, গত বছর করোনা অতিমারির সময়ও ত্রিপুরা হাইকোর্ট আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রদান জারি রেখেছিল। বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই জরুরি। ত্রিপুরা হাইকোর্টও ন্যায় বিচার প্রদানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল বৈস বলেন, নাগরিকদের ন্যায় বিচার প্রদানে রাজ্য সরকারও হাইকোর্টকে সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করার বিষয়ে রাজ্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক যাতে সঠিক বিচার পেতে পারেন সেই জন্য বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়নে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ, ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আকিল কুরেশি, ওড়িশা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ড় এস মুরলীধর, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারক শুভাশিস তলাপাত্র ও অরিন্দম লোধ, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শংকর দে, বার কাউন্সিল অব ত্রিপুরার চেয়ারম্যান আইনজীবী পি কে ধর, ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আইনজীবী শংকর কুমার দেব প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও নৃত্যশিল্পীগণ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

আগরতলায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলার শ্লীলতাহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইস এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা মহিলা শ্লীলতাহানি করেছে এক বখাটে যুবক। রাজধানী আগরতলা শহরের প্যারাডাইজ চৌমুহনীতে এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে শ্লীলতাহানী করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন মন্ত্রী রনজিৎ সিংহের কোয়াটারে কর্মরত নিরাপত্তাকর্মীরা। জানা যায় ওই মহিলা তার স্বামীকে নিয়ে আইজিএম হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন। ডাক্তার দেখানোর পর তিনি তার স্বামীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরু পাচারে বিএসএফের গুলিতে পাচারকারীর মৃত্যু

আগরতলা, ২০ মার্চ (হি.স.) ।। গরু পাচারের সময় বিএসএফ-এর গুলিতে এক পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। বিএসএফ-এর দাবি, আত্মরক্ষায় পাম্প অ্যাকশন গান থেকে গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। নয়তো পাচারকারীদের হামলায় এক জওয়ান শহিদ হয়ে যেতেন। ওই ঘটনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার মধ্য রাতে কদমতলা থানাধীন ইয়াকুবনগর ১৬৬ নম্বর বিএসএফ ক্যাম্পের অধীন ১৮২৩/২-এস নং পিলার এলাকা দিয়ে পাচারকারীরা গরু পাচারের চেষ্টা করছিল। ভারতীয় অংশে ১২-১৫ জন এবং বাংলাদেশের অংশে ১০-১২ জন পাচারকারী গরু পাচারের সময় বিএসএফ-এর নজরে আসে। তিনি বলেন, ওই পাচারকারীদের মধ্যে কয়েকজন কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু বাংলাদেশে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। বিএসএফ জওয়ানরা তাদের বাধা দিতে গেলে পাচারকারীরা দা, লাঠি দিয়ে হামলা করে। এদিকে কয়েকজন রাতের অন্ধকারের সুযোগে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তিনি বলেন, পাচারকারীদের আক্রমণে বিএসএফ জওয়ান পি মহন্ত আক্রান্ত হন এবং আত্মরক্ষায় গুলি ছুঁড়তে হয়েছে। তাতে একজন পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত পাচারকারী বাংলাদেশের মৌলভিবাজার জেলায় জুরি থানাধীন পূর্ব বাটুলি গ্রামের বাসিন্দা বাপ্পা মিয়াঁ (৩২) বলে শনাক্ত হয়েছে। তিনি জানান, মৃত পাচারকারী ইতিপূর্বে একাধিক গরু পাচারের ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল। তার সম্পর্কে বিজিবি-র সাথে আলোচনা হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা দা এবং কাঁটাতারের বেড়া কাটার যন্ত্র ও একটি গবাদি পশু উদ্ধার করেছেন।

এদিকে, ওই ঘটনার খবর পেয়ে বিএসএফ-এর ডিআইজি রাজীব দোয়া এবং কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মৃতদেহ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

অসমের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের কথা কেবল বিজেপিই ভাবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

চাবুয়া, ২০ মার্চ (হি.স.)।। অসমের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের কথা যদি কেউ ভেবে থাকে তা-হলে সে কেবল বিজেপিই। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ শনিবার উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত চা বাগান জনজাতি অধ্যুষিত চাবুয়ায় বহু লক্ষ জনতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মোদী।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল কয়েকজন মন্ত্রী ও বিধায়ক তথা সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপি মিত্রজোটের প্রার্থীদের মঞ্চে বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী উদাত্ত ভাষণের শুরুতে অসমিয়া ভাষায় প্রথমে অসমবাসীক হোলির শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি অসমে গৌরবময় আহোম রাজত্বের প্রসঙ্গে বলেছেন। চাবুয়ার সমাবেশে জনসমুদ্র দেখি উৎফুল্লিত মোদী কংগ্রেস নেতাদের এই দৃশ্য দেখে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে শতবর্ষ পুরনো ওই দলের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের তীব্র

সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ”চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে কংগ্রেস এতদিন খেলায় মত্ত ছিল। অসমে এসে ভোটের যাচ্ঞা করতে কংগ্রেসের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল। এখন গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও কংগ্রেস এখন অসমের জনতার কাছ থেকে শতযোজন দূরে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চাবুয়ার নামের মধ্যে চা বিরাজিত। এখানের চা বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় সুগন্ধ ছড়াচ্ছে, আমরা সকলেই তা জানি। কিন্তু, আজ একটা বেদনাদায়ক ঘটনায় আমাকে হতাশ করছে, আমি তা না বলে পারছি না। বলেন, দেশের প্রাচীনতম দল যে দেশে ৫০-৫৫ বছর শাসন করেছে তারা অসমের চায়ের পরিচয় মুছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এবং এ ধরনের নির্লজ্জ কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছেন ওই দলের নেতারা। এ ঘটনায় কংগ্রেসকে কখনও ক্ষমা করা যায় না। তাই কংগ্রেসের শাস্তি হওয়া উচিত। এ ঘটনা যদি অসমের অপমান না হয় তবে আর কী? কংগ্রেস অসমের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রীতিনীতি ভুলে গেছে।

রাহুল, প্রিয়াঙ্কার নাম না ধরে তিনি বলেন, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকার চা বাগানের ছবি লাগিয়ে ওই সব ছবি অসমের চা বাগানের বলে দাবি করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতার বিজ্ঞাপন দেওয়ার ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে মোদী বলেন, ”আমি যখন অসম বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলিত যাই তখন সেখানকার সংস্কৃতির সাথে যুক্ত হতে পেরে গর্ব অনুভাব করি। আমি অসমিয়া গামোছা পরে গর্বিত বোধ করি। অথচ কংগ্রেস এ নিয়ে তামাশা করে। এআইইউডিএফ-এর নাম না নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরা কংগ্রেসের সঙ্গে মহাজোট করেছে, যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি, ধৃত আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ মার্চ।। বিশালগড় এর ধজনগরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহতের নাম সাহেব মিয়া। বিশালগড় এর ধজনগরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছে সংখ্যালঘু সেলের এক নেতা। আহত নেতার নাম সাহেব মিয়া।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাতে আকন্ঠ মদ্যপান করে এলাকায় হই হট্টগোল করছিল মানিক মিয়া নামে এক যুবক। সাহেব নিয়া তাকে হইচই না করে বাড়িতে চলে যেতে বলেছিল। এ নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়।মানিক মিয়া বাড়িতে গিয়ে একটি ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে সাহেব মিয়ার গায়ে আঘাত করে। তাতে রক্তাক্ত হয় সাহেব মিয়া। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় হাসপাতালে।

অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় বিশালগড় হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে এসে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত দুই জনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৬০ ◘ ২১ মার্চ ২০২১ ইং ◘ ৭ চৈত্র ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

পর্যটন কেন্দ্রে ভাটার টান

করোনা আবহে দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটক এর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। পর্যটন দেশের আর্থিক আয়-উপার্জনের অন্যতম ক্ষেত্র। পর্যটন ক্ষেত্রে ভাটার টান পরিলক্ষিত হওয়ায় দেশের অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়িয়াছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া মানুষ পর্যটন কেন্দ্রের প্রতি কতটা আগ্রহী নন ।মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় হইল বড় ধরনের অসুখ-বিসুখ এর হাত হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করা। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মানব সভ্যতাকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাইয়াছে। সেই করোনার আতঙ্কে মানুষ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর হইতে অন্যত্র যাইবার ঝুঁকি নিতেছেন না। ভ্রমণ পিপাসুরাও করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখিয়া ভ্রমণে যাইতে ভয় পাইতেছেন। এর ফলশ্রুতিতে পর্যটন কেন্দ্র গুলি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে ।করোনা প্রাদুর্ভাব ঠেকাইতে শুরুতেই লকডাউনের রাস্তায় হাটিয়াছিল বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ। তারপরেও আজ প্রায় ৬ কোটি করোনা সংক্রমণের পার করিয়া নয়া রেকর্ড তৈরি করিয়া ফেলিয়াছে গোটা পৃথিবী। এদিকে বিশ্বের মধ্যে সবথেকে দীর্ঘায়িত লকডাউন দেখা যায় ভারতেই। সদ্য প্রকাশিত একটি সমীক্ষার রিপোর্টে বলিয়াছে তাঁহার দীর্ঘায়িত বড়সড় প্রভাব পড়িয়াছে ভারতীয় জনজীবনেও ।ওয়ার্ক ফর্ম হোমের কারণেই কী এই বড়সড় ছেদ ?ইওয়াই ইণ্ডিয়ার সমীক্ষা বলিয়াছে করোনাকে উপেক্ষা করিয়াছে গোটা দেশ ধীরে ধীরে পুরানো ছন্দে ফিরিবার চেষ্টা করিলেও লকডাউনের কারণেউ ভারতীয়রা আরও বেশি ঘরমুখী হইয়া গিয়াছেন। যাহার জেরে কর্মসূত্রে ভ্রমণের পাশাপাশি সামাজিক ও পরিবারের ভ্রমণের ক্ষেত্রেও বড়মাত্রায় ছেদ পড়িয়াছে ভারতীয় জনজীবনে। এর জন্য অবশ্য গত কয়েক মাসে ভারতীয় কর্মচারীদের ওয়ার্ক ফর্ম হোম প্যাটার্নে অভ্যস্ত হইয়া পড়াকেই দুষিতেছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোন ক্ষেত্রে কতটা কমল যাতায়াতের পরিমাণ ?এই ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের মধ্যেই নয়া রেকর্ড গড়িয়াছে ভারত। ইওয়াই ইণ্ডিয়ার সমীক্ষা বলিয়াছে আগের থেকে বর্তমানে কর্মসূত্রে প্রায় ৬৯ শতাংশ কম যাতায়াত করিয়িছেন ভারতীয়রা। পাশাপাশি এর ফলে বড়বড় ছেদ পড়িয়াছে সামজিক ভ্রমণের ক্ষেত্রেও। সমীক্ষকার বলিয়াছে করোনাকালে প্রায় ৫৯ শতাংশ কমিয়াছে ভারতীয়দের সামজিক ভ্রমণের পরিমাণ। পাশাপাশি পারিবারিক ভ্রমণ কমিয়াছে প্রায় ৫৮ শতাংশ। ছাপ পড়িয়াছে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতেও।

এদিকে ভারতের অবস্থার কথা বলিতে গিয়া সুইডেনের বর্তমান চিত্রেরও তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ করেন সমনীক্ষকেরা। প্রায় ১৩৫ কোটির মানুষের বসবাস ভারতে। সেখানে পারাপাত দেশীয় অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধিতেও বড়সড় ছাপ ফেলিবে বলিয়াই তাহাদের অভিমত। অন্যদিকে সুইডেনে মাত্র ১ কোটি মানুষের বাস। সেখানেও কর্মসূত্রে মানুষের যাতায়াতের পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ কমিয়াছে শুধুমাত্র করোনাকালেই। কিন্তু আকার ও আয়তনের বিচারের ভারতের প্রভাব যে সূরপ্রসারী হইবে তাহি আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।বড়সড় পারাপতন সাপ্তাহিক যাতায়াতেও।

অন্যদিকে সদ্য প্রকাশিত সমীক্ষার রিপোর্ট আরও জানাইয়াছে করোনাকালে সাধারণ মানুষের সাপ্তাহিক যাতায়তের সময়সীমাও প্রায় অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। আগে যেখানে এই খাতে একজন সাধারণ মানুষ ৬ ঘন্টার বেশি সময় ব্যয় করিত বর্তমানে তা ৩.৭ ঘন্টায় নামিয়া আসিয়াছে। সহজ কথায় প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত পারাপতন লক্ষ্য করা গিয়াছে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক যাতায়াতের ক্ষেত্রেই। করোণা পরিস্থিতি মোকাবেলা করিয়া দেশ কখন পূর্বাবস্থায় ফিরিবে সেই প্রত্যাশায় দিন গুনিতেছে পর্যটন কেন্দ্র গুলি।

আসানসোল-শিয়ালদহ ও হাওড়া-আজিমগঞ্জ, বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি স)। বাংলায় বিশেষ জোড়া ট্রেন চালু করতে চলেছে পূর্ব রেলওয়ে। আসানসোল-শিয়ালদহ-আসানসোল এবং হাওড়া-আজিমগঞ্জ-হাওড়া স্পেশাল ট্রেন দৌড়ানো শুরু করবে চলতি মাসের শেষের দিক থেকে। এই দুই ট্রেনের একটি আসানসোল-শিয়ালদহ-আসানসোল স্পেশাল ট্রেন। রবিবার ছাড়া সপ্তাহে বাকি ছ"দিন চলবে এটি। সকাল ৬ টা ৪৫ মিনিটে আসানসোল থেকে ট্রেন ছেড়ে শিয়ালদহে পৌঁছাবে সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিটে। ফিরতি পথে বিকেল ৫ টা ১০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ছাড়বে। আসানসোলে পৌঁছাবে রাত ৯ টা ৫ মিনিটে। ট্রেনটি যাত্রাপথে দুর্গাপুর, বর্ধমান, রানিগঞ্জ, অন্ডাল, নৈহাটি, ব্যান্ডেল এবং ব্যারাকপুর স্টেশনে দাঁড়াবে। চলাচলের দিন এবং বুকিং : আগামী ২২ মার্চ থেকে আসানসোল এবং শিয়ালদহগামী ট্রেনের পরিষেবা শুরু হবে। সেজন্য শনিবার সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয় বুকিং। ইন্টারনেট এবং কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটা যাবে। তৎকাল কোটায় টিকিট মিলবে। সাধারণ মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ভাড়া ধার্য হবে। অপর ট্রেনটি হাওড়া-আজিমগঞ্জ-হাওড়া স্পেশাল ট্রে। এটি সপ্তাহে রোজ চলবে। প্রতিদিন রাত ১০ টা ৪৪ মিনিটে হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়বে। ভোর ৪ টে ২০ মিনিটে তা আজিমগঞ্জ পৌঁছাবে। ফিরতি পথে সকাল ৭ টা ৫৫ মিনিটে আজিমগঞ্জ থেকে ছাড়বে। হাওড়ায় পৌঁছাবে দুপুর ১ টা ৫৫ মিনিটে। ব্যান্ডেল, আহমেদপুর (শুধু আজিমগঞ্জ-হাওড়া ট্রেন), বর্ধমান, সাঁইথিয়া (শুধু আজিমগঞ্জ-হাওড়া ট্রেন), নলহাটি, বোলপুর-শান্তিনিকেতন, রামপুরহাট, মোরগ্রাম এবং সাগরদিঘিতে ট্রেন দাঁড়াবে। চলাচলের দিন : আগামী ৩০ মার্চ থেকে হাওড়া-আজিমগঞ্জ ট্রেনের পরিষেবা শুরু হবে। পরদিন (৩১ মার্চ) থেকে আজিমগঞ্জ-হাওড়া ট্রেন দৌড়ানো শুরু করবে। বুকিং : শনিবার (২০ মার্চ) সকাল ৮ টা থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে বুকিং। ইন্টারনেট এবং কাউন্টারে গিয়ে টিকিট কাটা যাবে। তৎকাল কোটায় টিকিট মিলবে। সাধারণ মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ভাড়া ধার্য হবে।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বাহিনীকে সোমবার থেকে শুরু বিশেষ প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি স)। হাতে আর মাত্র দিন ছ"য়েক। ২৭ মার্চ রাজ্যে প্রথম দফা নির্বাচন। কমিশন সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন পুলিশ পর্যবেক্ষক। সোমবার থেকে শুরু হবে প্রশিক্ষণ।

প্রথম দফায় মোট ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। প্রথম দফার নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোয়ন জমা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। ২৭ মার্চ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর পার্ট ১ এবং পূর্ব মেদিনীপুর পার্ট ১ ভোট গ্রহণ হবে। প্রথম দফা নির্বাচনের আগে ২৫ মার্চ জরুরি বৈঠক ডেকেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভার্চুয়াল বৈঠকে কমিশনের ফুল বেঞ্চের পাশাপাশি থাকবেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি। শান্তিপূর্ণ ভোট করতে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে জানতে এই জরুরি বৈঠক হবে। কীভাবে বাহিনী মোতায়েন করা হবে সে বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হবে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৭৭৪ কোম্পানি অর্থাৎ ৭৩ হাজার আধা সেনার পাশাপাশি প্রথম দফায় প্রায় ১২ হাজার রাজ্য পুলিশ থাকেন নির্বাচনের দায়িত্বে। প্রথম দফার ভোটে ১১ হাজার ৮১৫ রাজ্য পুলিশ থাকবে। তার মধ্যে ৮ হাজার ৯২৬ লাঠিধারী পুলিশ, ৫৪০ সশস্ত্র পুলিশ, ১১২ ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী, ১ হাজার ৪৭০ এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ, ৩৬৭ জন মহিলা কনস্টেবল।

সেই প্রশিক্ষন পর্বে বিশেষ ক্লাসে খাতায় কলমে তাঁদের বোঝানো হবে নির্বাচনের দিনে কোন পরিস্থিতিতে কী ভূমিকা তাঁদের থাকবে। এই শিবির হবে ডিভিশন ভাগ করে। থানার ওসি এবং আইসি থেকে শুরু করে নিচুতলার কর্মীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ভগৎ সিং ও আজ

নরেন্দ্রনাথ কুলে

দেশে মানুষের মধ্যে সামাজিক ও আর্থিকভাবে যে উচু-নীচু ভেদাভেদ ছিল আজ স্বাধীনতা গেছে, তার পরিসংখ্যানে না গিয়ে একটি কথা বলা যেতে পারে যে আর্থিক ভেদাভেদের চেহারাটা দিনে দিনে প্রকট হচ্ছে। এ কথা যে পরিসংখ্যান বলে দেয়, তা হল দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদ ১ শতাংশ মানুষের হাতে। আর্থিক ভেদাভেদের এই চেহারায় ৯৯ শতাংশ আতঙ্কিত হওয়ার কথা অথচ সেই আতঙ্কের আঁচ সেভাবে জ্বলে ওঠেনি। অথচ ৯৯ শতাংশ কি সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র এই ভেদাভেদ মুছে দেওয়ার চেষ্টা না করে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সুরে ভেদাভেদের চেহারাটা আরো বাড়িয়ে তুলছে। যে ভেদাভেদে আর্থিক ভেদাভেদের প্রশ্নটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ র মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। আর জেগে ধর্মীয় বিভাজন। যে বিভাজনে মানুষে মানুষে তৈরি হচ্ছে ঘৃণা। অথচ ধর্ম মানুষকে ভালবাসার কথা বলে। ধর্মের বিষয়ে রুশ মনীষী টলস্টয় তাঁর এসেজ অ্যান্ড লেটার্স " বইয়ে ধর্মকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। যার প্রথমটি হল এসেন্সিয়াল অব রিলিজিয়ন অর্থাৎ ধর্মের মূল কথা- যেমন সত্য কথা বলো, চুরি করো না, দরিদ্রের সেবা করো, মানুষকে ভালোবাসো ইত্যাদি। যুগে যুগে মনীবীরা তাই বলেছেন। কিন্তু মানুষে মানুষে ভালবাসার সম্পর্ক দিনে দিনে ঝলসে দিতে ধর্মের আঁচ জালিয়ে দিচ্ছে। এই আঁচে ধর্ম বলতে ধর্মীয় আচার আচরণ ও ধর্মীয় সংস্কার। যার পরিণাম যে ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ইতিহাস বলে দেয়। ভগৎ সিংয়ের এক কথা থেকে তা পরিষ্কার পুজোর দিন মিছিলের পুরোভাগে বাদ্যভান্ড থাকতেই হবে। কিন্তু হ্যারিসন রোডের ওপর রয়েছে এক মসজিদ। ইসলাম ধর্মানুযায়ী মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো চলবে না। এখন তাহলে কি হবে ? নাগরিক অধিকার বলছে প্রকাশ্য জনবহুল এলাকার মধ্য দিয়ে বাদ্যভান্ড নিয়ে যাবার অধিকার আছে। ধর্ম বলছে, না তা চলবে না। একের ধর্ম বলছে গরু কাটা চলবে, অন্যের ধর্মে লেখা আছে গরংকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করতে হবে।

তাহলে এখন কি হবে ? যদি অশ্বথ গাছের ডাল ভাঙলেই ধর্ম ভেঙে পড়ে তাহলে কি-ই বা করা যায়! এই সব ধর্মীয় দর্শন, সংস্কার ও বিভেদ শেষ পর্যন্ত জাতীয় ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে ভিত্তি করে পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে ওঠে। এর অশুভ পরিণাম যে কিতা আমরা আজ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।" শুধু এই কথা বলে ভগৎ সিং থেমে থাকেন নি। ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাস ধর্ম হলে তিনি সেই ধর্মকে খতম করতে বলেছেন। তাঁর কথায়, "..মদি ধর্মীয় দর্শন, ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মীয় আচারআচরণের অন্ধ বিশ্বাসকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয় তবে তেমন ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই। আগামী কাল অবধি অপেক্ষা না করে আজই একে খতম করে ফেলা উচিত। ... পৃথক পৃথক সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ভেদাভেদ অবিলম্বে দূর করতে হবে। ... যতদিন পারস্পরিক বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলে আমরা এক না হব ততদিন বাস্তবে ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। ... পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ হল সমস্ত মানুষের মিলে মিশে থাকবার ক্ষমতা অর্জন এবং সর্বপ্রকার মানসিক দাসত্ব ও দুর্বলতা থেকে মুক্তি। আজ এই সময়ে ভগৎ সিংয়ের পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থ যেখানে সমস্ত মানুষ মিলেমিশে থাকবে, অথচ সেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে উগ্র ধর্মীয় অন্ধত্ব। এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে শত্রু হিসেবে দেখতে চাইছে। দেখার এই মানসিকতাকে উস্কে দিতে আজকের এক স্বঘোষিত দেশভক্তর জন্ম হচ্ছে। এই ভক্তরা দেশের নামে মানুষকে ঘৃণা করে। সেই ঘৃণা থেকে সৃষ্টি হয় এক বিশৃঙ্খলা যা থেকে মানুষ হারিয়ে ফেলে বোধ। তখন ভুলে যায় দেশ হল সবার, সকল মানুষের।

ভগৎ সিংয়ের আর একটি কথা আজকের অভিজ্ঞতাকে বিবেকের কষ্টিপাথরে ফেলে দেখা যেতে পারে। তিনি এক জায়গায় বলছেন, লাহোর নওজওয়ান ভারতসভা বৈঠকে যে কথাটি ওপর জোর দেওয়া হয় ধর্ম যেন নিপীড়নের কারণ হয়ে না ওঠে। যদি কারো ধর্ম অপরের শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে তবে সেই ধর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার কিই বা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের এতদিনের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কি বলে ? শুধু এতদিনের অভিজ্ঞতা নয়, আজকে সেই অভিজ্ঞতা পুষ্ট হচ্ছে এক বেদনায়।

ভগৎ সিং আরো দেখিয়েছেন ধর্ম সকল অগ্রগতির বাধা। যেহেতু ধর্মের মধ্যেই এক ভেদাভেদের সূত্র বর্তমান তিনি বলছেন, আলোচনার মধ্যে দেখাতে পারি যে ধর্ম আমাদের অগ্রগতির পথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। যেমন ধরুন আমরা চাই সমস্ত মানুষ সমান হোক, মানুষে মানুষে উঁচু নীচু বা অস্পৃশতার ভেদাভেদে যেন না থাকে। কিন্তু সনাতন ধর্ম তো এই ভেদাভেদের পক্ষে। অনেকে বলেন, ধর্মকে সংস্কার করে এইসব কুসংস্কার দূর করতে হবে। খুব ভালো কথা, যেমন স্বামী দয়ানন্দ অস্পৃশ্যতা নিবারণ করেছেন। কিন্তু তিনিও চতুর্বর্ণের বর্ণভেদের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। তাহলে ভেদাভেদ তো থেকেই গেল। গুরুদ্বার গিয়ে রাজ করেগা খালসা বলে গান গেয়ে বাইরে এসে পঞ্চায়েতি রাজের মোড়লি নিয়ে আলোচনা করার কি মানে হয়?

ধর্মে বলা হয়েছে, ইসলামের ওফর যাদের বিশ্বাস নেই, তলোয়ারের ঘায়ে সেই কাফেরদের শিরচ্ছেদ করতে হবে। কাজেই এখন যে ঐক্যের দোহাই দেওয়া হচ্ছে তার পরিণাম কি-ই বা বতে পার। আমরা জানি হয়ত আবার নতুন মন্ত্রে ঐক্যের ধুলো তোলা হবে, কিন্তু প্রশ্ন হল এই সমস্যার হাত থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাবার চেষ্টা আমরা করব না কেন? চোখের ওপর আমরা দেখছি ধর্ম আমাদের সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য করণীয় কি? ভগৎ সিং এক কথায় যা বলেছেন, আমাদের করণীয় হল ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়া। ধর্মের বিরুদ্ধে যেতে হলে চাই চেতনা ও বিবেচনা। অথচ এই জায়গায় আমরা অন্ধ কার নিয়ে থাকি। সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে ভগৎ সিং বলেছেন, একদিকে ঐক্য নিয়ে আলোচনা চলছে, আর অন্যদিকে আর্যসমাজী এবং মুসলমানদের মধ্যে লাঠালাঠি হচ্ছে। কারণ উভয় পক্ষই নিজেদের চেতনা, বুদ্ধি এবং বিবেচনার দরজায় তালাবন্ধ করে এসেছে।

চেতনার ও বিবেচনার দ্বারে সেই তালা খোলার জন্য মানবতার যে শিক্ষা রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসগর, বিবেকানন্দ গিয়ে গিয়েছেন তার প্রতিফলন আজকের সমাজ জীবনে কতটুকু? কিন্তু ভগৎ সিং তাঁর স্বল্প জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন কেবল মানুষের জন্য, দেশের জন্য। যা সম্পূর্ণ ঈশ্বর ও ধর্মের প্রভাব ছাড়াই। তাঁর এই উত্তরণের কারণ ব্যক্ত করেছেন কেন আমি নাস্তিক রচনায়। সেখানে এক জায়গায় তিনি বলেছেন। আমার মনের রন্ধে রন্ধে অনুরণিত হতে লাগল একটাই কথা জানতে হবে। ফলে গভীরভাবে অধ্যায়ন শুরু করলাম। বহু দিনের সঞ্চিত বিশ্বাস এবং ধ্যান ধারণার আমূল পরিবর্তন হতে লাগল, পূর্বসুরিদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম শুধুমাত্র সহিংসা পন্থা সম্পর্কে একটা আবেগ, এখন তার জায়গায় সুচিন্তিত ধারণা জন্ম দিল। ভাববাদকে বিদায় দিলাম। অন্ধ বিশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। ....যে বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সংগ্রাম সেই সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তোলা ছিল তখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। .....বিশ্ব বিপ্লবের নানা তত্ব ও আদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে গেলাম। নৈরাজ্যবাদী নেতা বাকুনিন থেকে শুরু করে সাম্যবাদের উদগাতা মার্কসের কিছু রচনা এবং লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখ যাঁরা তাঁদের নিজের দেশে সফল বিপ্লব সমাধা করেছিলেন তাঁদের বেশ কিছু রচনাবলী পড়লাম। বুঝলাম এঁরা কেউই ঈশ্বরবাদী ছিলেন না। বাকুনিনের রচনা ঈশ্বর ও রাষ্ট্র " খন্ড খন্ড ভাবে হলেও আলোচ্য ও বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতুলোদ্দীপক রচনা। এর কিছুদিন পরেই নিরালম্বস্বামীর লেখা "সাধারণ জ্ঞান" নামে একটা বই আমার হাতে এসেছিল। এটা ছিল একধরনের অতীন্দ্রিয় বাস্তবতা। এই বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। এই বিশ্ব-নান্ডের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও সম্পর্কিত ধারণার অসারতা সম্পর্কে আমি ১৯২৬ সালের শেষের দিকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম।" যে সময়ে ঈশ্বরের অসারতা সম্পর্কে ভগৎ সিং উপলব্ধি করলেন, সেই সময়ে বিপ্লবীরা এক হাতে গীতা আর এক হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। অথচ এইপরিবেশে ভগৎ সিং নিজেকে মুক্ত করলেন পুরোপুরি ধর্ম ও ঈশ্বরের ভাবনা থেকে। তাঁর এই ভাবনা আরো পরিণত লাভ করেছিল গদর পার্টির সংস্পর্শে। যে পার্টি ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বর জাতপাত আর অস্পৃশ্যতার বিরে ঠিক হয়েছিল সংগঠনের মধ্যে কোন রকম ধর্মীয় আলোচনা চলবে না। জাতপাত ও ধর্ম নির্বিশেষে ব্রিটিশ বিরোধী এক্য গড়ে তোলাই লক্ষ্য ছিল গদর পার্টি। এই চিন্তাধারার পরম্পরা বহন করে বিপ্রবী চরিত্রের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে নাস্তিকতাবাদ জীবন দর্শন গ্রহণ করেছিল। ভারতের মাটিতে একমাত্র বিপ্লবী যিনি নার্তিকতাবাদ বা বস্তবাদের দর্শনে জীবন চর্চায় প্রথম পথ দেখালেন। যে পথে তিনি মানুষের জীবনের থেকে কখনো কোনো কিছুকেই বেশি মূল্যবান মনে করেন নি। যে সমাজ গড়তে তিনি বলেছেন, বিপ্লবীরা মনে করে--দেশের বুকে এক নতুন সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সিংহদার উন্মুক্ত হয়ে যাবে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদ, শ্রেণী বিভেদ তথা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিশেষ অধিকার তুলে দেয় এমন সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটে যাবে। বিপ্লব দেশকে আত্মনির্ভর হবার পথ করে দেবে। বিপ্লবের মধ্য দিয়েত্তত্তসর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে বসে থাকা অবাঞ্চিত সামাজিক শক্তিগুলির দখলদারিদের খতম করে দেবে। ভগৎ সিংয়ের চিন্তাধারা আজও আমাদের না ভাবিয়ে পারে কি?

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

রেডিও তরঙ্গ কি আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক ?

অসীম সুর চৌধুরী

আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি কম্পাঙ্ক নির্ভর। যত নতুন নতুন প্রযুক্তি কম্পাঙ্ক। যেমন মিডিয়ান ওয়েভ রেডিওর ক্ষেত্রে কম্পাঙ্কের সীমা থাকে মাত্র ১.৫ মেগাহার্জের মধ্যে কিন্তু এফএম রেডিওর ক্ষেত্রে এটা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮ মেগাহার্জ। আবার টিভি ট্রান্সমিটারগুলোর বাহক কম্পাঙ্ক প্রায় ৬১ থেকে শুরু করে ১০০০ মেগাহার্জ হতে পারে। কিন্তু স্যাটেলাইট টিভির ক্ষেত্রে এই মান কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এর কম্পাঙ্কের পাল্লা ১৫০০ থেকে ৮০০ মেগাহার্জ পর্যন্ত হতে পারে। আর ডাইরেক্ট টু হোম এদের সবাইকে ছাপিয়ে গেছে। ১১০০০ মেগাহার্জ থেকে ১৪০০০ মেহাগার্জ সীমার মধ্যে এটি কাজ করে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যত আমরা উন্নত প্রযুক্তিক দিকে যাচ্ছি ততই কম্পাঙ্কের পাল্লা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এবার একটু ঘরোয়া ব্যাপার দৃষ্টি দেওয়া যাক। মাইক্রোওয়েভ ওভেন, যেটাকে অনেকেই রান্নাঘরে বা কিছু দোকানে মিয়মিত ব্যবহার করে তার কম্পাঙ্কের পাল্লা কিন্তু সমীহ করার মতো। সাধারণত ২৪৫০ গোহার্জ কম্পাঙ্ক এতে ব্যবহার করা হয়। আর মোবাইল ফোন যেটা আজ আমাদের নিত্যদিনের সাথী এবং এটা ছাড়া বাঁচা অসম্ভব হলে যা অনেকে ভাবে সেটা আমাদের কান ও মস্তিষ্কের কাছ কত কম্পাঙ্ক উৎপন্ন করে চলছে? ৮০০ থেকে ২৫০০ মেগাহার্জ কম্পাঙ্ক পাল্লার মধ্যে মোবাইলের ২জি থেকে ৪জি নেওয়ার্ক কাজ করে। আর ৫জি-র ক্ষেত্রে এটা বেড়ে দাঁড়াবে ৩৯০০ মেগাহার্জ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ মানুষের শরীরের মধ্যে ক্ষতিকারক কিনা? বিশেষ করে যারা উচ্চ কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রগুলোতে থাকছেন বা কাজ করছেন।যেমন মোবাইল বা মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করছেন এফএম বা টিভি ট্রান্সামিটারে কাজ করছেন অছবা টিভি ও মোবাইল ট্রান্সমিটিং অ্যান্টেনার আশেপাশে বসবাস করছেন। আমরা জানি ১ হার্জ কম্পাঙ্কের অর্থ প্রতি সেকেন্ডে একবার কম্পন। তাহলে ১০০ মেগাহার্জ (১ গুন ১৯ হার্জ) কম্পাঙ্কের ক্ষেত্রে কম্পনের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি সেকেন্ডে ১,০০০, ০০০,০০০ বার। কম্পাঙ্কের মাত্রা আরো বেশি হলে কম্পন সংখ্যাও অনেক বেড়ে থাকে। তাহলে কি এত বিশাল পরিমাণ কম্পন আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতি করছে না? নামিদামি বিজ্ঞানী ও রেডিও ইঞ্জিনিয়ার যাঁরা এই ক্ষেত্রে বহুদিন যাবৎ গবেষণা করছেন, তাঁরাও খুব একটা নিশ্চিত নয়। তবে তাঁরা সন্দেহ করছেন, হয়ত কিছু একটা প্রভাব মানবদেহে পড়লেও পড়তে পারে। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এক্স রাশ্মির কুপ্রভাবের ব্যাপারে নিশ্চিত। যদিও এক্স ১ রশ্মির কম্পাঙ্ক অনেক বেশি (১ ট্রিলিয়ন মেগাহার্জের ওপরে)। দেখা গেছে নির্দিষ্ট পরিমাণের সামান্য বেশি এক্স রশ্মি আমাদের শরীরে প্রবাহিত হলে সেই জায়গায় কোষগুলো মারাত্মকভাবে জখম হয় বা পুড়ে যায়। ফলস্বরূপ গুরারোগ্য চর্মরোগ বা ক্যান্সার। তাই এক্স রশ্মি নিয়ে প্রথমদিকে যে সব বিজ্ঞানীরা কাজ করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই কঠিন চর্মরোগ বা ক্যান্সার হয়েছিল। কিন্তু তরঙ্গের কম্পাঙ্ক (যা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি) এক্স রশ্মির থেকে অনেক কম। এটা আমাদের শরীরে একটু বেশি পরিমাণ ঢুকলেও কোষগুলোকে জখম করতে পারে না। কিন্তু আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এর একটা অন্য প্রভাব দেখা যায়। রেডিও তরঙ্গ আমাদের শরীরের ভিতরকার তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। বাইরে থেকে এটা আমরা বুঝতে পারে না কিন্তু শরীরের একেবারে ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই তামাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। একে বলা হয় ডাই ইলেকট্রিক হিটিং। শরীরের ভিতরকার এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কি কোনো কুপ্রভাব আছে? রেডিও ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানীরা টিক করলেন এর উত্তর খোঁজা খুবই জরুরি।

১৯৯৩ সালে রেডিও বিজ্ঞানীদের আমেরিকান কংএগ্রস এক রিসার্চের বিষয়বস্তু হল মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের কোনো প্রভাব আছে কি নেই তা নির্ণয়। এরপর উন্নত দেশগুলোতে এটা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার ফলাফলও প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য পরস্পরবিরোধী।

১৯৯৬ সালে বি হকিং ও তাঁর সহযোগীরা একটি রিপোর্ট প্রকাশ করলেন। তাঁরা অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি টিভি টাওয়ারের আশেপাশের লোকালয়ে সমীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে সেখানে লিউকোমিয়া রোগগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুর সংখ্যা অন্য জায়গার তুলনায় বেশি। তবে ব্রেন টিউমার জাতীয় রোগের বাড়াবাড়ি সেখানে দেখা যায়নি।

১৯৯৮ সালে ম্যাকেঞ্জি ও তাঁর সহযোগীরা হকিংয়ের করা সমীক্ষাটা আরো বিস্তারিতভাবে করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর হকিংয়ের সমীক্ষা করা এলাকায় তো গুরলেনই, এছাড়া আরো অনেকগুলো টিভি ট্যায়ারের আশেপাশে সমীক্ষা চালালেন। বেশি শিশুদের মধ্যে লিউকোমিয়া দেখা গেছে বটে কিন্তু অন্য এলাকাগুলোতে তেমন কিছু মেলেনি। তাই ম্যাকেঞ্জির মনে হয়েছে রেডিও তরঙ্গের বিকিরণের সঙ্গে লিউকোমিয়া ব্রেন ক্যান্সার ইত্যাদি কোনো যোগাযোগ নেই। এদিকে ব্রিটিশরাও এই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। ১৯৯৬ সালে ডক্ষ ও তাঁর সহযোগীরা ব্রিটেনের সাটন কোল্ডফিল্ড এলাকার এফএম ও টিভি টাওয়ারের আশেপাশে চালিয়ে একটা ফল প্রকাশ করেন। তাতে দেখা গেল টিভি টাওয়ারের ২ কিমির আশেপাশে লিউকোমিয়া ও চর্ম ক্যান্সার আক্রান্ত লোকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। টিভি টাওয়ার থেকে যত দূর যাওয়া হচ্ছে তত এই সংখ্যা কমতে থাকথে। এরপর ডক্ষ ও তাঁর সহযোগীরা তাঁদের সমীক্ষার পরিধি আরো বাড়িয়ে দিলেন। তাঁরা ব্রিটেনের আরো ২০টি উচ্চশক্তি সম্পন্ন টিভি ও এফএম টাওয়ারের আশেপাশে সমীক্ষা চালালেন। কিন্তু কোনোরকম ক্যান্সার বা ওই ধরনের কোনও মারণ রোগে আক্রান্ত অধিক সংখ্যক রোগীকে পাওয়া গেল না, যেটা পাওয়া গিয়েছিল সার্টন কোলফিল্ড এলাকায়। কিছু বিজ্ঞানী আবার সেলুলার ফোনের ব্যবহার আমাদের শরীরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কিনা তা নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিজয় কুমার স্কুলে সমাপ্ত হয়েছে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য বিজেপি সরকার অপরিহার্য : প্রধানমন্ত্রী

খড়্গপুর, ২০ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য বিজেপি সরকার অপরিহার্য। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে, বিএনআর মাঠের জনসভায় জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ' বিজেপির ডি.এন.এ-তে আশুতোষ মুখার্জি এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আচার-বিচার, ব্যবহার ও সংস্কার আছে। এই সংস্কারের সঙ্গে আমরা বাংলার প্রতিটা ক্ষেত্রে বিকাশ পৌঁছে দেবো।' বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে খড়্গপুরে বিজেপি-র প্রার্থী অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়। হিরণের সমর্থনেই এদিন জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুরুতেই জনসভায় উপস্থিত মানুষজনের উদ্দেশে বাংলায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ' নমস্কার আপনারা কেমন আছেন?' উত্তরে জনসভা থেকে ভেসে আসে, 'আমরা ভালো আছি।' এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিপুল সংখ্যায় আপনারা সবাই বিজেপিকে আশীর্বাদ দিতে এসেছেন, আপনাদের এই উৎসাহ জানান দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি সরকার। আপনাদের উৎসাহ বুঝিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপিই সরকার গড়বে। পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য বিজেপি সরকার অপরিহার্য। বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এই ভূমিতেই আমাদের ১৩০ জন কার্যকর্তা নিজের প্রাণ বলিদান দিয়েছেন, যাতে বাংলা সুরক্ষিত থাকে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শহীদ ক্ষুদিরাম বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এরকম অগণিত বিপ্লবী জন্মেছেন এই বাংলায়। এই ভূমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই ভূমিতেই দেশের স্বাধীনতার জন্য শহীদ হওয়া মাতঙ্গিনী হাজরা নারী শক্তির সবথেকে বড় আদর্শ প্রস্তুত করেছেন। খড়্গাপুরের এই ভূমিতে ভারতের বিবিধতা, বিভিন্ন ভাষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খড়্গপুরের এই অঞ্চলে মিনি-ভারতের ঝলক দেখা যায়। খড়্গাপুরের এত বড় রেলওয়ে প্লাটফর্ম, ভারতের প্রথম আইআইটি, এই ভূমির গৌরব বাড়ায়।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ভূয়সী প্রসংশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের দলের দিলীপ ঘোষের মতো সভাপতি রয়েছেন, এজন্য আমি গর্বিত। তাঁর উপর অনেক হামলা হয়েছে, প্রাণে মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, তিনি পশ্চিমবঙ্গে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'খড়্গাপুরে আপনারা কংগ্রেসের কাজ দেখেছেন। বাংলার ধ্বংসকে চোখের সামনে দেখেছেন। আর তৃণমূল আপনাদের স্বপ্নকে কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, তা আপনারা দেখেছেন। আমাদের শুধুমাত্র ৫ বছরের সুযোগ দিন, এই ভূমিতে আমরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন করবো। প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবো। এই অঞ্চলে কৃষি, সেচ ও হিমাগার সুবিধাগুলির আরও উন্নতি করা হবে। বিজেপির ডি.এন.এ. তে আশুতোষ মুখার্জি এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আচার-বিচার, ব্যবহার ও সংস্কার আছে। এই সংস্কারের সঙ্গে আমরা বাংলার প্রতিটা ক্ষেত্রে বিকাশ পৌঁছে দেবো।'

পশ্চিমবঙ্গে ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কতটা প্রয়োজনীয়তা সেই কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'যে সমস্ত রাজ্যে বিজেপি সরকার রয়েছে, সেই রাজ্যগুলিতে কেন্দ্র ও বিজেপির রাজ্য সরকার একত্রে ডবল ইঞ্জিনের শক্তিতে জনগণের সেবা করছে। আমরা সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ ও সকলের বিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে কাজ করছি। কিন্তু, দিদি উন্নয়নের প্রতিটি প্রকল্পের সামনে দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আপনারা দিদির উপর আস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু দিদি আপনাদের দুর্নীতি দিয়েছেন, আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দিদি পশ্চিমবঙ্গের জনতা আপনাকে ১০ বছর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আপনি তাঁদের লুঠের ১০ বছর দিয়েছেন। আপনি দুর্নীতির ১০ বছর দিয়েছেন। আপনি জনতাকে ১০ বছরের কুশাসন দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছেন দিদি। দিদির দল হল নিষ্ঠুরতার ও নির্মমতার পাঠশালা, দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি, কাটমানি ও সিন্ডিকেট, দিদির পাঠশালাতে ট্রেনিং দেওয়া হয় অরাজকতার। দশ বছর প্রশাসনের দুর্নীতি চলেছে। দিদির আমলে বাংলায় ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির চলছে। দিদি ভোটের জন্য তোষণের রাজনীতি করছেন।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'দিদি খালি বলেন, খেলা হবে। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বলছে খেলা শেষ হবে। দিদিকে যুবকের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে দেব না। এবার খেলা শেষ হবে, শুরু হবে উন্নয়ন।' মমতাকে কটাক্ষ করে মোদী বলেছেন, 'দিদি জাতীয় শিক্ষানীতিরও বিরোধিতা করেছেন। নতুন শিক্ষানীতিতে গরিব সন্তানরাও পড়ার সুযোগ পাবে। এখানে অনেক উদ্যোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে একটাই উদ্যোগ চলতে দেওয়া হয়, তা হল মাফিয়া উদ্যোগ। বাংলার মানুষকে আশ্বস্ত করছি, দিদিকে গণতন্ত্র ধ্বংস করতে দেওয়া যাবে না। পুলিশ-প্রশাসনকেও মনে রাখতে হবে সংবিধান ও গণতন্ত্র থেকে বড় কিছু নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিদি আপনাদের অধিকার ধ্বংস করেছেন। সেটা মানুষ দেখেছেন। বাংলার মানুষ এখন ঠিক করেছেন দিদিকে আর গণতন্ত্রের মর্যাদা হত্যা করতে দেবেন না।'

ইঙ্গিত আগেই পেয়েছি, তারকেশ্বরে জয়ে অত্যন্ত আশাবাদী : স্বপন দাশগুপ্ত

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): গুজরাটের রাজকোট, ভদোদরা, গান্ধীনগরের ওষুধের দোকানে সার দিয়ে রাখা বোতলগুলি। সেখানকার মানুষের খুশখুশে কাশি, নাক দিয়ে জল পড়লে খোঁজ করেন এই আয়ুর্বেদিক মিছরির। আজ থেকে প্রায় ৮৪ বছর আগে হুগলির জঙ্গিপাড়ার অন্তর্গত রাজবলহাটে বসে যিনি তৈরি করেছিলেন দুলালচন্দ্র ভড়ের তালমিছরি। প্রায় চার বছর আগে শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে এই উদ্যোগপতির। এশিয়ার প্রথম বৈদেশিক সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগ 'কার টেগোর অ্যান্ড কোম্পানি' থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার রাজেন মুখার্জি, বীরেন মুখার্জি বাঙালির ব্যবসার ইতিহাস অতি সমৃদ্ধ। মুখার্জি-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস তো লেডি রাণুর নিজের উদ্যোগে করান

দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়েও অনেকগুলি বড় শিল্পদ্যোগ বাঙালির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে ছিল। অনেক ওষুধের কারখানা - বেঙ্গল কেমিকাল, বেঙ্গল ইমুনিটি, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস, দেজ ইত্যাদি। রান্নার উপকরণ হিসাবে ডালডা আর রসুই প্রায় সমানে সমানে পাল্লা দিত ন হিন্দুস্থান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বালিগঞ্জের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রেলের পয়েন্টস অফ ক্রশিং তৈরিতে জেসপের সঙ্গে পাল্লা দিত। হিন্দুস্তান পিলকিংটনের কাঁচ, বেঙ্গল পটারির সেরামিক, সেন রালের সাইকেল, আনন্দবাজার পত্রিকা এই রকম অনেক উদ্যোগে বাঙালি শিল্পপতিরা খুব ভালো করছিলেন। তারপরে একে একে অধিকাংশ উদ্যোগের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল নানা কারণে ন

নির্বাচনী বিশ্লেষণে গোড়াতেই উদ্যোগপতি বাঙালির এসব অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। এই সোনালি অধ্যায়ে একটা অমলিন নাম ক্যালকাটা কেমিকাল। ভারতের অন্যতম ঐতিহ্যের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান উদ্যোক্তা রসায়নবিদ খগেন্দ্রচন্দ্র দাশ (গুপ্ত)। পরিবারে ছিল জাতীয়তাবাদের আদর্শ। তাঁর মা মোহিনী দেবী ছিলেন গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সভানেত্রী। স্বদেশি জাগরণের অঙ্গ হিসাবে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা কেমিকাল। এদের মার্গো সাবান, নিম টুথপেস্ট, ল্যাভেন্ডার ডিউ পাউডার, মহাভৃঙ্গরাজ তেল তৈরি করে, আজও সেগুলোর নাম বাঙালির ঘরে ঘরে জানা। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরসূরি হলেন স্বপন দাশগুপ্ত। যিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর অত্যন্ত কাছের লোক বলে চিহ্নিত। এবার বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন তারকেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে। প্রশ্ন উঠেছে, বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে কি তিনিই হবেন মন্ত্রিসভার প্রধান?

কিন্তু তারকেশ্বর কতটা নিরাপদ আসন স্বপনবাবুর কাছে? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বললেন, "আমি বা আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। ২০১৯-এই এর ইঙ্গিত পেয়েছি।' যদিও বিষয়টা অত সরল নয়। বাম আমলের দীর্ঘদিনের মন্ত্রী প্রতীম চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে ২০১১-তে এই কেন্দ্রে জেতেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার তৃণমূলের রচপাল সিং। '১৬-র নির্বাচনে তিনি ৫০.৭৫ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হন। ২০১১ ও '১৬-র বিধানসভা ভোটে এই তারকেশ্বরে বিজেপি-র ঝুলিতে পড়ে মোট প্রদত্ত ভোটের যথাক্রমে ২.৫৬ এবং ৯.৩৬ শতাংশ। এবার কী এমন হয়েছে, যার জন্য জেতার আশা করছেন? স্বপনবাবুর জবাব, "২০১৬-তে রাজ্যের সব আসনেই বিজেপি কম ভোট পেয়েছিল। এবার পরিবেশ-পরিস্থিতি আলাদা।' আপনি তো বাম আমলে রাজ্যের ভাষা নীতির প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছিলেন। বিজেপি-র ভাষানীতি নিয়েও তো অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলো থেকে প্রতিবাদ উঠছে। অভিযোগ উঠছে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার। প্রতিক্রিয়ায় স্বপনবাবু বলেন, "অভিযোগটা ঠিক নয়। এটা নিয়ে রাজনীতি করছেন বিরোধীরা। দ্বিতীয়, এমনকি তৃতীয় ভাষাচর্চার অবকাশ থাকছে নয়া শিক্ষানীতিতে।'

একঝলক তাকানো যাক প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে। দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস, কলকাতার লা মার্টিনিয়ার, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্সের মত অভিজাত নানা প্রতিষ্ঠানে পড়া স্বপনবাবু এমএ এবং পিএইচডি করেন লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে। পোস্ট ডক্টরাল অক্সফোর্ডের নুফিল্ড কলেজ থেকে। ভারতের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পাঁচটি মিডিয়া হাউসে সাংবাদিকতার সুবাদে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। তাঁর কিছু বই নজর কেড়েছে বোদ্ধামহলে। বহুজাতিক সংস্থা ক্যালকাটা কেমিক্যাল অধিগ্রহণ করলে স্বপনবাবু সংস্থার পরিচালনমন্ডলির সদস্য হন। ২০১৫-তে সাহিত্য ও শিক্ষায় পেয়েছেন 'পদ্মভূষণ'। ক'দিন আগেও ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য, বিশ্বভারতী-সহ দেশের একাধিক নামী প্রতিষ্ঠানের পরিচালনমন্ডলির সদস্য।

এত ওজনদার জীবনপঞ্জী ভোটে কতটা কাজে লাগবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। ঘোষণার পরেই তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন দলের আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক সহ-সভাপতি গণেশ চক্রবর্তী। প্রার্থী বদল না হলে রাজনৈতিক সন্ন্যাস অথবা নির্দল প্রার্থী দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দু সিংহরায় ৬ মার্চ পুজো দিয়ে তেড়েফুঁড়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। তারকেশ্বর কেন্দ্রের সংযুক্ত মোর্চার সিপিএম প্রার্থী সুরজিৎ ঘোষ বুধবার মনোনয়ন পেশের আগে থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন পূর্ণ উদ্যমে। আর তারকেশ্বরে মন্দিরে পুজো দিয়ে স্বপনবাবু মনোনয়ন পেশ করলেন সবে শুক্রবার। হাতে অবশ্য কিছুটা সময় আছে। তারকেশ্বরে ভোট তৃতীয় পর্যায়ে ৬ এপ্রিল। প্রচারে ইতিমধ্যে কিছুটা পিছিয়ে থাকা বিজেপি প্রার্থী পরিস্থিতি অনুকূল করতে পারবে কিনা, এলাকায় বিজেপি-র সংগঠন কতটা কাজ করে এগুলো সবই বড় প্রশ্ন। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন ভোটদাতারা কী ভাবছেন? সময়ই তার উত্তর দেবে।

ভারত বাংলাদেশের দুঃসময়ে পাশে ছিল এলজিআরডি মন্ত্রী তাজুল ইসলাম

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২০।। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেছে। এদেশের এক কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। ভারত আমাদের দুঃসময়ে পাশে ছিল, তাই আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের ঐতিহাসিক মুজিবনগর-কলকাতা স্বাধীনতা সড়ক পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন। তাজুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে দেশকে রা ও বিশ্ব জনমত সৃষ্টির জন্য ১৯৭১ সালে এই পথ ধরেই তৎকালীন জাতীয় চার নেতা, বিদেশি সাংবাদিকসহ অন্যরা ভারত থেকে মুজিবনগর এসেছিলেন। যে কারণে, বাঙালি জাতির কাছে এই রাস্তাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২৬ অথবা ২৭ মার্চ ঐতিহাসিক মুজিবনগরের স্বাধীনতা সড়ক (মুজিবনগর-কলকাতা) উদ্বোধন করবেন বলে জানান মন্ত্রী।

তিনি বলেন, দু'দেশের মধ্যে এই সড়ক স্থাপনের চুক্তি অনুযায়ী আমরা আমাদের অংশের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছি। ভারতের অংশের কাজ করবে ভারতীয় কর্তৃপ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, এলজিইডি''র প্রধান প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ খান, জেলা প্রশাসক ড় মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর আম্রকাননে শপথ গ্রহণ করেন। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয়। জাতীয় চার নেতাসহ অন্য নেতারা, দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ভারত থেকে এই সড়ক দিয়ে মুজিবনগরে প্রবেশ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সড়কটির নাম জড়িয়ে থাকায় তা সংরণের উদ্যোগ নেয় বর্তমান সরকার।

মোদির বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২০।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরের বিরোধিতা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমরা তাকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দেব। শনিবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসের ঢাকা সফর নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসছেন, এটা আমাদের জন্য আনন্দের। কেউ কেউ বিরোধিতা করছেন। আমাদের বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে নানা মতের লোক রয়েছেন। এ নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ড় মোমেন বলেন, মোদির সফর নিয়ে মৌলবাদীদের বিরোধিতা নিয়ে আমরা চিন্তা করছি না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানেন, কীভাবে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, পররাষ্ট্র সচিব (পূর্ব) মাশফি বিনতে শামস উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ৪০,৯৫৩ জন ভারতে টিকাকরণ ৪.২০-কোটির উর্ধ্বে

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে ভারতে। বাড়তে বাড়তে ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪০,৯৫৩-তে পৌঁছে গিয়েছে (বৃহস্পতিবার সারা দিনে সংক্রমিত হয়েছিলেন ৩৯,৭২৬ জন)। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ১৮৮।

ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ২.৮৮-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪০ হাজার ৯৫৩ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৩,৬৫৩ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১১,০৭,৩৩২ জন করোনা-রোগী।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪০,৯৫৩ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,১৫,৫৫,২৮৪-তে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৮৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৯,৫৫৮ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৯৪ জন (২.৫০ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ১৭,১১২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৯২ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৭,২৩,৫৭৫ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

বাংলায় এখন হুইলচেয়ারে সরকার : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই ন্যানো আসতে পারেনি বাংলায়। নন্দীগ্রাম আপনাকে নবান্নে পৌঁছে দিয়েছিল দিদি, এ বার তাঁরাই আপনাকে কালীঘাটে অবসরে পাঠাবেন।" শনিবার খড়্গপুরে বিজেপি-র সভামঞ্চ থেকে এই মন্তব্য করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। খড়্গাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলার আরও ১৪টি আসনের প্রার্থীদের সমর্থনে সভা করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভাতে হাজির ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি আসনের বিজেপির প্রার্থীরাও। সেই সভায় দাঁড়িয়েই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেন দিলীপবাবু।

এদিন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে দিলীপ ঘোষ বলেন, "পাঁচ বছর আগে যখন প্রধানমন্ত্রী খড়্গাপুরে এসেছিলেন, তখন বিধানসভায় জায়গা পেতে লড়াই করছিল বিজেপি। আজ নবান্ন দখলের লড়াই লড়ছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, বাংলার মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে চান না। এসে দেখে যান কত হাজার হাজার লোক এসেছেন। আপনি নিজের মুখ দেখাতে পারছেন না, তাই পা দেখাচ্ছেন। রাজ্যের সরকার এখন হুইল চেয়ারে। রাজ্যের মানুষকে কাজের জন্য বাইরে কাজে যেতে হচ্ছে। মহিলারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিল খেয়ে চলে আসতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। পড়াশোনার ব্যবস্থা নেই। শিল্পকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছেন আপনি। আজ এখানেও ন্যানো তৈরি হতে পারত, লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ পেতে পারতেন। দিলীপবাবু বলেন, "বাংলায় পরিবর্তনের জন্য আমাদের ১৪৬ জন প্রাণ দিয়েছেন। আমাকে বিধায়ক করেছিলেন, সাংসদ করেছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনাল হয়ে গিয়েছে, এ বার ফাইনাল।'''

কুঁড়েঘরে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন : জাতীয়স্তরে জুনিয়ার কাবাডিতে বাংলার হয়ে লড়বে কাঁকসার দীপা

জয়দেব লাহা

দুর্গাপুর, ২০ মার্চ (হি.স.): চালাফুটো ঘরে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। দ্রারিদ্রতার যন্ত্রনা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। জোটে না প্রোটিনযুক্ত আহার। নেই খেলার মাঠের পরিকাঠামো। লোকলজ্জার মাথা খেয়ে খোলা আকাশের নীচে পোশাক বদল করতে হয়। তবুও হার মানেনি। বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখা স্বপ্নকে নিয়ে এগিয়ে চলছে কাঁকসার অযোধ্যা মহিলা কাবাডি দলের তরুনীরা। আর তাদের মধ্যে এবারেও বাংলা দলের হয়ে জাতীয়স্তরে খেলায় নামছে দীপা রুইদাস। কাঁকসার জঙ্গলমহলের অযোধ্যা- বনকাটি গ্রাম। বছর আটেক আগে অযোধ্যা উচ্চবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষার শিক্ষক সুমন চৌধুরী ছোটো ছোটো ছাত্রীদের নিয়ে কাবাডি দল তৈরী করেন। স্কুলের মাঠেই নিয়ম করে প্রশিক্ষন দিতেন। আজ সেইদল যেন মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আগের থেকে সাবালিকা হয়েছে ক্ষুদে কাবাডি খেলওয়াড়রা। জেলা থেকে রাজ্যের যেকোন প্রান্তে কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ান ট্রপি নিয়ে বাড়ি ফেরে। বর্তমানে সেই প্রশিক্ষণ দেয় সৈয়দ রহমত আলি নামে কাঁকসার এক যুবক। তবে প্রতিভা থাকলেও কাবাডিদলের দ্রারিদ্রতার যন্ত্রনায় আক্রান্ত। চরম প্রতিকলুতায় ডুবে রয়েছে। মাঠ থাকলেও পরিকাঠামো নেই। নেই খেলার মাঠে কোন শৌচাগার। জঙ্গলে ভেতর পোশাক বদল করতে হয়। এমনকি অনুশীলনের মাঝে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে খোলা আকাশের নীচে প্রস্রাবে যেতে হয়। জাতীয়স্তরে খেলতে হলে ম্যাট সু এখন বাধ্যতামুলক। কিন্তু দেড়-দু হাজার টাকার ওই জুতো কেনার সামার্থ নেই কারও। আর সেখান থেকে এবারও বাংলার জুনিয়ার কবাডি দলের হয়ে জাতীয়স্তরে খেলবে দীপা রুইদাস। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কাবাডি অ্যাশোসিয়েশনের পক্ষে পার্থ ব্যানার্জী বলেন,' আগামী ২২ -২৫ মার্চ তেলেঙ্গানায় জাতীয় কাবাডি (জুনিয়ার) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুরুষ ও মহিলা বিভাগের বাংলা দল রওনা দিয়েছে। পুরুষ বিভাগে দুর্গাপুরের আমরাই গ্রামের শেখ শরিফ এবার বাংলা দলের ক্যাপ্টেন। এছাড়াও দুর্গাপুর সংলগ্ন আরতি গ্রামের শেখ ইয়াদ আলিও বাংলা দলের হয়ে খেলবে। আবার বাংলার মহিলা দলের খেলবে দীপা রুইদাস।' বনকাটি গ্রামে রুইদাস পাড়ায় বাড়ি দীপার। চালাফুটো ঘরের ভেতর থেকে চাঁদ দেখা যায়। সেই বাড়িতেই কোনভাবে পুরস্কারের মেডেল ট্রফি তুলে রেখেছে। বাবা বিনয় রুইদাস পেশায় দিনমজুর। অভাব অনটন নীত্যসঙ্গী। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সংসারের অবস্থা। প্রোটিন খাবারতো দুর অস্ত দুমুঠো ভাত সময়ে জোগাড় করতে হিমসীম খেয়ে যায়। দীপা বর্তমানে স্নাতকে প্রথমবর্ষে পাঠ্যরত। সে জানায়,' আগামীদিনে জাতীয়দলে খেলার স্বপ্ন রয়েছে। কিন্তু কাবাডি খেলার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নেই। কাবডি খেলতে শাক- সব্জি, ছোলা -গুড় একটু বেশী খাওয়া দরকার। কিন্তু সেসব কেনার সামর্থ নেই। গ্রামের অনুশীলন মাঠের পরিকাঠামো নেই। শরীরচর্চার নুন্যতম পরিকাঠামোটুকু নেই। শৌচাগার জেটেনি। পঞ্চায়েত থেকে পানীয় জলর নলকুপ বসিয়েছে। কিন্তু ওই জল নোংরা, খাওয়া যায় না। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ম্যাট- সু দিয়েছেন। লক্ষ্য বিজয়ী ট্রফি নিয়ে বাড়ি ফিরব।' দীপাদের কোচ সৈয়দ রহমত আলি জানান,' গত বছর এখান থেকে স্বরসতী মুর্মু নামে একজন বাংলা দলের হয়ে খেলতে গিয়েছিল। এবার দীপা। খুব ভাল প্রতিভা। সাফল্য কামনা করি। আশা রাখছি এবারে বাংলা বিজয়ী ট্রফি জিতবে।' অন্যদিকে বনকাটি পঞ্চায়েত প্রধান পিন্টু বাগদী জানান,' দীপার সাফল্য কামনা করি। বনকাটি মহিলা কাবাডি দল আমাদের গর্ব। সর্বদা তাদের পাশে থাকব।'

কুলতলি থেকে উদ্ধার বোমা, বন্দুক

কুলতলি, ২০ মার্চ (হি.স.): ভোটের আগে ফের বোমা বন্দুক উদ্ধার হল কুলতলি থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত জ্বালাবেরিয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের লস্করের হাট এলাকায় সাদ্দাম সর্দার নামে এক দুস্ক্রিতির বাড়িতে আচমকা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা, একটি বন্দুক ও দু রাউন্ড গুলি উদ্ধার করল কুলতলি থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ানরা। প্রচুর তাস ও উদ্ধার হয়েছে সাদ্দামের বাড়ি থেকে। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন দুপুরে এলাকায় রুট মার্চ করার সময় গোপন সূত্রে তাঁরা খবর পায় যে সাদ্দামের বাড়িতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী জড় হয়েছে। এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্যই দুষ্কৃতিরা একত্রিত হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

চুলেই নারীর সৌন্দর্য, আর নয়'মারণ রোগের বিরুদ্ধে লড়াই জারি ঐন্দ্রিলার

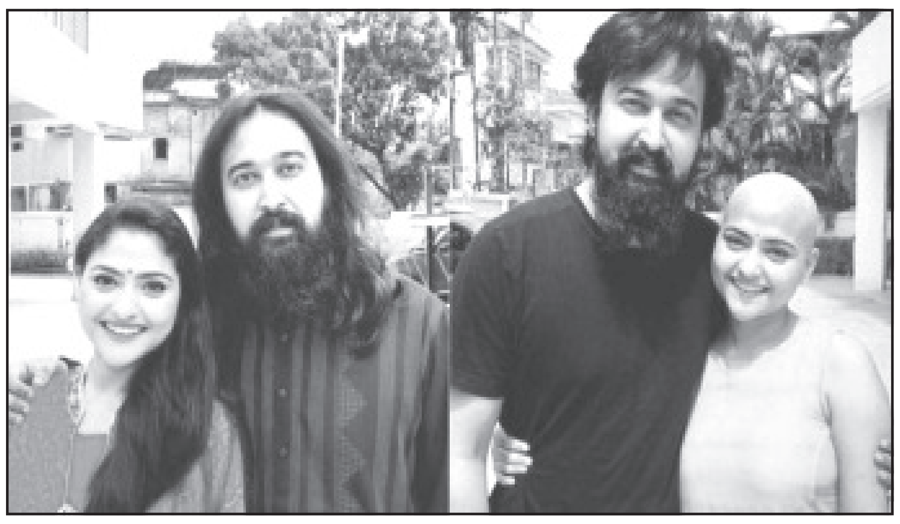

'শাড়িতেই নারী' বা মাথা ভরতি 'চুলেই লুকিয়ে থাকে নারীর সৌন্দর্য' একথা বলার দিন বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। কারণ, চুলেই যে নারীর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে চিরাচরিত সেই কথাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিয়েছেন জনপ্রিয় টেলি অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা ওরফে জাহ্নবী।

দ্বিতীয় বার ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর মাথা ভরতি চুলকে জীবন থেকে সাময়িক বিদায় দেওয়ার পর নিজের ইন্সটাগ্রাম পেজে সেই ছবি পোস্ট করে সৃষ্টি করলেন সৌন্দর্যের নতুন সংজ্ঞা।

এদিন বন্ধু সব্যসাচীর সঙ্গে নিজের ইন্সটাগ্রামে ছবি পোস্ট করার পর ঐন্দ্রিলা ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন 'চুলেই নারীর সৌন্দর্য আর নয়।' সব্যসাচীর সঙ্গে হলুদ কুর্তি পড়ে হাসি হাসি মুখের অন্য একটি ছবি পোস্ট করে এই টেলি অভিনেত্রী আরও লিখেছেন 'কিছু বন্ধুত্ব এরকমও হয়।'

যদিও জীবনের এই কঠিন সময়ে হাল ছাড়তে নারাজ 'জিয়ন কাঠি' ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জাহ্নবী (ঐন্দ্রিলা শর্মা)। দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার পরও ছেড়ে যাননি অভিনয় জগত। এর আগেও দিল্লি থেকে চিকিৎসা করে ফিরেই পৌঁছে গিয়েছিলেন সিরিয়ালের শ্যুটিং সেটে। দ্বিতীয় বার কেমো নেওয়ার আগেও দৃঢ় ভয় ডরহীন ভাবেই সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তবে সঙ্গে অবশ্যই রয়েছেন বন্ধু সব্যসাচী। বিপদের দিনে সবসময়ই ঐন্দ্রিলার পাশে রয়েছেন তিনি। এর আগেও হাসপাতালেও অসুস্থ ঐন্দ্রিলার সঙ্গে থাকতে দেখা গিয়েছিল সব্যসাচীকে।

এবার হলুদ কুর্তি পড়ে ফের দুজনকে দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়। এদিন জাহ্নবীর ইন্সটাগ্রামে ছবি পোস্টের পর আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন তাঁর অসংখ্য অনুরাগীরা। লাইক আর কমেন্টের ঝড় উঠতে শুরু করে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁকে শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দেন ভক্তেরা। তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন সকলেই। এছাড়াও চুল যে নারীর সৌন্দর্যের শেষ কথা নয়। মনের সৌন্দর্যটায় আসল তাও জানাতে ভোলেননি ঐন্দ্রিলার শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছর আগে ক্যান্সারের সঙ্গে প্রায় বছর দেড়েক লড়াই করে ২০১৫ সালে মারণ রোগ ক্যান্সারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছিলেন ছোটো পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। ফের পাঁচ বছরের মাথায় মারণ রোগে আক্রান্ত হন 'জিয়ন কাঠি' খ্যাত অভিনেত্রী জাহ্নবী। ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেন অবিরাম চলেই যাচ্ছে। এই লড়াই কোথায় গিয়ে শেষ হবে তারই অপেক্ষায় দিন গুনছেন টেলি অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। সম্প্রতি কাঁধে মারাত্মক ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন ঐন্দ্রিলা। দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন জিয়ন কাঠির অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মা। অভিনেত্রীর ডানদিকের ফুসফুসে টিউমার হয়েছে। এবং সেখান থেকে ব্যথার সূত্রপাত। অভিনেত্রীর বায়োপসি রিপোর্টে জানা যায় ফের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

এবার করোনায় আক্রান্ত আব্দুল কাদের

ক্যানসারে আক্রান্ত জনপ্রিয় অভিনেতা আব্দুল কাদের এবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে তাঁর কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সন্ধ্যায় সেই পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।

এনটিভি অনলাইনকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন আব্দুল কাদেরের পুত্রবধূ জাহিদা ইসলাম জেমি। জেমি বলেন, 'সকালে বাবার নমুনা নিয়েছিল, একটু আগে রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে বলে আমি শুনেছি। আমি হাসপাতালে নেই। বড় একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। সবাই দোয়া করবেন।'

ভারতের চেন্নাইয়ের ভেলোর শহরের সিএমসি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে দেশে ফেরার পর ২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ অভিনেতাকে।

কাদেরের প্যানক্রিসের (অগ্ন্যাশয়) ক্যানসার জটিল আকার ধারণ করলে গত ৮ ডিসেম্বর চেন্নাইয়ে নেওয়া হয়। বেশ কিছু পরীক্ষার পর ১৫ ডিসেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আব্দুল কাদের কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের লেখা 'কোথাও কেউ নেই' ধারাবাহিক নাটকে 'বদি' চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল আলোচনায় আসেন। এ ছাড়া জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি'র পরিচিত মুখ তিনি। হাস্যরসাত্মক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি তুমুল জনপ্রিয় টেলিভিশনের পর্দায়।

ট্র্যাফিকিং ভায়োলেশন নিয়ে খবর করতে গিয়ে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে কোয়েল

এক বছর হতে চলল মা হয়েছেন কোয়েল মল্লিক। গ্ল্যামার জগতের মানুষ হলেও নিজের সন্তান কবীরকে ক্যামেরার রোশনাই থেকে দূরে রেখে আদর্শ মানুষ তৈরি করাতেই বিশ্বাসী তিনি। তাই মাতৃত্বের স্বাদ চেটেপুটে নিতে এক বছর ধরে ছেলের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। তবে এবার ফের কাজে ফিরছেন কোয়েল। মাতৃত্ব ও কেরিয়ারকে বালেন্স করে এবার চলা শুরু করতে চান কোয়েল গত বছর মুক্তি পেয়েছে পরিচালক সৌকর্য ঘোষালের ছবি 'রক্ত রহস্য'। সেখানে রেডিও জকির ভূমিকায় দর্শক পেয়েছে কোয়েল মল্লিককে। আর এবার কোয়েল মল্লিক ধরা দেবেন সাংবাদিকের ভূমিকায়। পরিচালক অভিমন্যু মুখোপাধ্যায়ের ছবি 'ফ্লাইওভার'-এ সাংবাদিকের চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। মুক্তি পেতে চলেছে সুরিন্দর ফিল্মসের আগামী ছবি 'ফ্লাইওভার'। সব ঠিক থাকলে ২ এপ্রিল বড় পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি।

এবার আসা যাক ছবির গল্পে। ছবির মুখ্য চরিত্র বিদিশা পেশায় সাংবাদিক। অপরাধ দুনিয়া তার কাজের ক্ষেত্র। 'ট্র্যাফিকিং ভায়োলেশন' নিয়ে খবর করতে চায় সে। কিন্তু একদিন রাতে খুনের মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় বিদিশাকে। বিদিশা কীভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে তা নিয়েই চলবে এই থ্রিলিং কাহিনী। বিদিশার চরিত্রে কোয়েল মল্লিক অভিনয় করেছেন। এ ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করছেন গৌরব চক্রবর্তী, রবি সাউ, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় এবং কৌশিক রায়। ছবির সংগীত পরিচালনা করছেন অনুপম রায়। ছবির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন সৌভিক বসু ও সম্পাদনা করেছেন রবিরঞ্জন মৈত্র।

৯৯ ভাগ কার্যকর অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ড ও অ্যাস্ট্রাজেনেকার ভ্যাকসিন কার্যকর বলে প্রকাশিত এক ফলাফলে জানিয়েছেন গবেষকরা। পরীক্ষায় ভ্যাকসিনটি শতকরা ৯৯ শতাংশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সব বয়সের মানুষের শরীরেই ওই পরীক্ষা চালানো হয়। এতে দেখা যায়, অংশ নেয়া প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জনের দেহেই ভ্যাকসিনটি করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বয়স্কদের দেহেও এই ভ্যাকসিন কার্যকর বলে ওই গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ খবর দিয়েছে ডেইলি মেইল।

তবে খবরে আরো জানানো হয়েছে, আগামী বড়দিনের পূর্বে ভ্যাকসিন আসার সম্ভাবনা একেবারেই কম। ভ্যাকসিনটি ডেভেলপ করা বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ডিসেম্বর মাসের পূর্বে তারা এই ভ্যাকসিনের অনুমোদনের আবেদন জানানোর পর্যায়ে পৌঁছাতে পারবেন না। ফলে ২০২১ সালের আগে মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে, সেই সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনই এখন পর্যন্ত সবথেকে আলোচিত হয়েছে। একে বলা হয়েছে, করোনাভাইরাসকে জয় করতে বৃটেনের জন্য সবথেকে বড় "আশা"। বৃটিশ সরকার এরইমধ্যে এই ভ্যাকসিনের ১০ কোটি ডোজ অর্ডারও করেছে। তবে সেটি আর এ বছর মানুষ পাচ্ছে না। অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন গ্রুপের পরিচালক প্রফেসর অ্যান্ড্রু পোলার্ড বলেন, বড়দিনের পূর্বেই তাদের ভ্যাকসিনের কার্যকরিতা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে এমন আশা ছিল তার। তবে এই ভ্যাকসিনের অনুমোদন দেয়া এবং হাসপাতালগুলোতে এর সরবরাহ চালু করা অক্সফোর্ডের হাতে নেই। ফলে অ্যান্ড্রুর আশঙ্কা, এই ধাপগুলো পার হতে আরো কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। ফলে আগামী বছর ছাড়া এই ভ্যাকসিন মানুষের কাছে পৌছাচ্ছে না। এর আগে বিজ্ঞানীরা ভ্যাকসিন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য প্রকাশ করেন। এতে ৫৬০ জনের ওপর চালানো পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করেন বিজ্ঞানীরা। এতে দেখা যায়, সব বয়সের মানুষের মধ্যেই অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন শতকরা ৯৯ শতাংশ কার্যকর। করোনাভাইরাসে সবথেকে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বৃদ্ধরা। অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন তাদের মধ্যে দারুণভাবে কাজ করছে। একইসঙ্গে, এটি প্রয়োগে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনো পার্শপ্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি।উল্লেখ্য, অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিনের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মডার্না ও ফাইজারের কার্যকরিতা প্রমানিত হয়েছে। এগুলো শতকরা ৯৫ শতাংশ কার্যকর বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা। কার্যকরিতার দিক থেকে তাই আপাতত অক্সফোর্ড এগিয়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও অক্সফোর্ডের চূড়ান্ত ফলাফল জানতে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

ইমনের বিরুদ্ধে স্ত্রী রিদিতার যৌতুকের মামলা

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত পরিচালক শওকত আলী ইমন তার স্ত্রী রিদিতা রেজার কাছে যৌতুক হিসেবে দশ লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা দিতে অস্বীকার করলে ইমন তাকে মারপিট করে বাসা থেকে বের করে দেন।

সম্প্রতি স্ত্রীর করা মামলায় ইমনকে অভিযুক্ত করে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে চার্জশিট (অভিযোগপত্র) দাখিল করে পুলিশ। চার্জশিটে এসব কথা উল্লেখ করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা থানার পুলিশের পরিদর্শক তাহমিনা রহমান। মামলাটি প্রমাণের জন্য চার্জশিটে ৯ জনকে সাক্ষী করা হয়েছে। আগামী রোববার (৩ জানুয়ারি) এ মামলার দিন ধার্য রয়েছে।

চার্জশিটে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বলেন, 'আসামি শওকত আলী ইমন একজন যৌতুক লোভী ও মারমুখী লোক। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক রিদিতা রেজাকে বিবাহ করেন তিনি। বিবাহের পর থেকে আসামি ইমন তার স্ত্রী রিদিতা রেজার নিকট যৌতুক দাবি করে তাকে মারপিট ও মানসিক নির্যাতন করে আসছে বলে প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ পায়।'

তিনি আরও বলেন, 'তার ধারাবাহিকতায় গত ৩ জুলাই রাত সাড়ে ১১টার দিকে আসামি ইমন তার বাসা রমনা থানাধীন ইস্কাটন গার্ডেনের বাসায় পুনরায় বাদিনীর নিকট যৌতুক হিসেবে দশ লাখ টাকা দাবি করেন। রিদিতা রেজা যৌতুক দিতে অস্বীকার করলে আসামি ইমন তার স্ত্রীকে মারপিট করে বাসা থেকে বের করে দেন।'

এর আগে গত ২০ সেপ্টেম্বর রিদিতা রেজা বাদী হয়ে রমনা যৌতুকের জন্য মারধরের ঘটনায় রমনা থানায় স্বামী শওকত আলী ইমনের নামে একটি মামলা করেন।

গত ২৫ সেপ্টেম্বর শওকত আলী ইমনকে স্ত্রী রিদিতা রেজার করা নারী নির্যাতন মামলায় ইস্কাটনের বাসা থেকে গ্রেফতার করে রাজধানীর রমনা থানা পুলিশ। পরের দিন (২৫ সেপ্টেম্বর) তাকে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করে পুলিশ। এ সময় তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এর পর ১ অক্টোবর ইমনের আইনজীবী ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে জামিনের আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর হাকিম কায়সারুল ইসলাম দুই হাজার টাকা মুচলেকায় তার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংবাদ পাঠিকা রিদিতা রেজাকে বিয়ে করেন শওকত আলী ইমন। এটি ছিল তার তৃতীয় বিয়ে। প্রথম স্ত্রী অভিনেত্রী বিজরী বরকতউল্লাহর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি ২০১২ সালের ৬ ডিসেম্বর তিথি কবির নামে এক নৃত্যশিল্পীকে বিয়ে করেছিলেন। তিথির সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পর আপত্তিকর ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি ও চাঁদা দাবির অভিযোগে সাবেক স্ত্রী তিথি রমনা থানায় একটি মামলা করেন। ওই মামলায় ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে গ্রেফতার হয়ে শওকত আলী ইমন কারাগারে ছিলেন।

শহরে এল নতুন ঝাঁ চকচকে সিনেমা হল 'মিরাজ'

সিনে প্রেমীদের জন্য বড়োসড়ো সুখবর। কোভিড পরিস্থিতিতে যেখানে বেশিরভাগ দর্শক হলমুখী হচ্ছিল না, সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত রকম কোভিড প্রোটোকল মেনে সতর্কতার বেড়াজাল একটুও না ভেঙে কলকাতা শহরে এল সিনেপাড়ার নতুন সদস্য। না। তা কোনও মানুষ নয়। আমরা কথা বলছি, ভারতের অন্যতম বড়ো মাল্টিপ্লেক্স চেন 'মিরাজ সিনেমাস' এর।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয়বার মিরাজ সিনেমাস এর উদ্বোধন হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম 'মিরাজ সিনেমাস' এর উদ্বোধন হয়েছিল হাওড়াতে। এবার খোঁজ শহর কলকাতার বুকে নিউ টাউনের টার্মিনাস বিল্ডিং এর উদ্বোধন হয়ে গেল মিরাজ সিনেমাস। অফিস পাড়ায় সিনে প্রেমীদের জন্য এ এক দারুন সুখবর।পাঁচটি অডিটোরিয়ামে এক হাজার আটাত্তরটি সিটিং ক্যাপাসিটির সঙ্গে, মিরাজ সিনেমাস স্বগর্ভে। প্রত্যেক অডিটোরিয়ামে রিক্লয়ানার সিট,প্রতিটি স্ক্রিনে থ্রিডি প্রজেক্সন,ডলবি ডিজিটাল সাউন্ড,হাজার স্কোয়ার ফুটের লবি কী নেই, এই অত্যাধুনিক সিনেমাহলে! তবে, এসবের পাশাপাশি ও এই মাল্টিপ্লেক্সের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যা নিঃসন্দেহে দর্শকদের মন জয় করবে তা হল 'সেফ কর্নার' অর্থাৎ লাইভ কিচেন। এখানে দর্শক নিজের পছন্দমত পিজ্জা, বার্গার, স্যান্ডউইচ বা যেকোনো ধরনের ফাস্ট ফুড অর্ডার করতে পারবে। এমনকি যদি কোন দর্শকের চিন্তা থাকে সিনেমা দেখার সময় তার ক্ষুদেকে কিসে ব্যস্ত রাখা যায় তবে তার জন্য আছে ' কিডস প্লে এরিয়া'। মজাদার রঙিন খেলনায় ক্ষুদে অতিথিদের ভুলিয়ে রাখবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিশু সহায়ক।

মিরাজ সিনেমাস কলকাতায় নিউ টাউনের বুকে তার যাত্রা শুরু করল অভিনেতা রাজকুমার রাও এবং জাহ্নবী কাপুর অভিনীত 'রুহি' দিয়ে। অবশ্য পরবর্তীতে আঞ্চলিক সিনেমা এবং হলিউড ছবিও মুক্তি পাবে।

মিরাজ সিনেমাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চেয়ারম্যান অব এইচআইডিসিও শ্রী দেবাশিস সেন, ভিপি পি অ্যান্ড এল ভুবনেশ মেন্ডিরত্ত।

লকডাউনের পরে কেন্দ্র সরকার যখন সিনেমাহলের একশো শতাংশ সিট বুকিং পারমিশন দিয়েছে,তখন এক্ষেত্রেও যথেষ্ট দর্শকদের উপস্থিতি নিয়ে আশাবাদী এমডি অমিত শর্মা। এই মুহুর্তে ভারতের পঞ্চম লার্জ মাল্টিপ্লেক্স মিরাজ সিনেমা সদর্পে সিনেমা হল এবং সিনেপ্রেমীদের মনে রাজ করছে চোদ্দটি রাজ্যে সাঁয়েত্রিশটি শহরে একশো সাতচল্লিশটি স্ক্রিন,একান্নটি মাল্টিপ্লেক্স নিয়ে। কলকাতার দর্শকদের মনে কতখানি ছাপ ফেলতে পারে মিরাজ সিনেমাস তাই আপাতত দেখার।

টাকা-স্মার্টফোনে করোনা থাকতে পারে চার সপ্তাহ

কাগুজে মুদ্রায় অর্থাৎ টাকায় করোনাভাইরাস চার সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার এক দল গবেষক। একইভাবে মোবাইল ফোনের স্ক্রিন, প্লাস্টিকের বস্তুসহ অন্য পদার্থের উপরিভাগেও টিকে থাকতে পারে করোনাভাইরাস। এক গবেষণার সূত্র দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ স্থানীয় বায়োসিকিউরিটি ল্যাবরেটরি এ দাবি করেছে।

রবিবার (১১ অক্টোবর) নিউ ইয়র্ক ভিত্তিক গণমাধ্যম ব্লুমবার্গ এক প্রতিবেদনে ভাইরলজি জার্নালের উদৃতি দিয়ে এই গবেষণার বিষয়বস্তু তুলে ধরে।

অস্ট্রেলিয়ার সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিপ্রেডনেসের বিজ্ঞানীরা দাবি করেন, এসএআরএস-কোভিড-২ খুবই শক্তিশালী। একই সঙ্গে এটি অন্তত ২৮ দিন পর্যন্ত মোবাইলফোনের স্ক্রিন, প্লাস্টিকের বস্তু এবং ব্যাংক নোটে থাকতে পারে। ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার একটি কক্ষে করোনাভাইরাস টিকে থাকতে পারে আরো বেশি সময় ধরে। তবে ভাইরাসটি বস্তুতে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সর্বোচ্চ দশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে।

গবেষণায় বলা হয়, গ্রিস্মের চেয়ে শীতকালে করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে কঠিন হবে। কারণ এটি কম তাপমাত্রায় বেশি সময় ধরে টিকে থাকতে পারে। এই গবেষণাটি করোনা মোকাবেলায় একটি উল্লেখ যোগ্য দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করেন এর প্রধান গবেষক ডেবি ইগলস।

তিনি বলেন, ''আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে এসএআরএস-কোভিড-২ অনেক সময় ধরে টিকে থাকতে পারে বিভিন্ন বহুল ব্যবহৃত বস্তুতে। তাই আমাদের অবশ্যই সবাইকে নিয়মিতভাবে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে।

করোনা-সংক্রমিত পাক প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ, ২০ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েও, মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। করোনা-আক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী। ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস, রেগুলেশন্স এবং কোঅর্ডিনেশন সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ফয়সাল সুলতান শনিবার টুইট করে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান করোনা-সংক্রমিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন।' পাক প্রধানমন্ত্রীর দফতরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবারই করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছিলেন ইমরান খান। টিকা নেওয়ার পরও ইমরান কীভাবে করোনা-আক্রান্ত হলেন? পাকিস্তানি চিকিৎসক আব্দুল বারি খান জানিয়েছেন, টিকা নেওয়ার দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে অ্যান্টিবডিগুলি বিকশিত হয়। তাই ইমরানের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক। চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী একজন সুস্থ মানুষ এবং দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে শেষ পাঁচ দফায় প্রার্থী দেবে হিন্দু সমাজ পার্টি

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): হিন্দু সমাজ পার্টি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম পর্যায়ের নির্বাচনে প্রার্থী দিতে যাচ্ছে। যা বিভিন্ন জেলায় প্রায় শতাধিক জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের তরফে জানানো হয়, ''হিন্দুদের সমর্থন, হিন্দুদের উন্নয়ন'' ইস্যুতে বাংলার মানুষের সামনে যাবে। এ ছাড়া, ভয় মুক্ত সমাজে ব্রিটিশদের কালো আইন সরানো, ১০০ দিনের মধ্যে বিদেশে থাকা কালো টাকা ফিরিয়ে আনা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন, প্রত্যেকের সমান অধিকার পাওয়ার দাবি, অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণ, সারদা-নারদ কেলেঙ্কারিতে জনসাধারণকে ন্যায়বিচার দেওয়া প্রভৃতির ওপর জোর দেওয়া হবে।

দেশে বেকারত্ব বাড়িয়েছে মোদী সরকার, উপার্জন বেড়েছে বন্ধুদের : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ফের আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের মতে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্রতা বাড়িয়েছে। সরকার শুধুমাত্র উপার্জন ও আয় বাড়িয়েছে বন্ধুদের। শনিবার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি মিডিয়া রিপোর্ট আপলোড করেছেন রাহুল। ওই মিডিয়া রিপোর্টের প্রেক্ষিতেই মোদী সরকারকে আক্রমণ করেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।এদিন রাহুল টুইটারে প্রশ্ন করেন, আবার উত্তরও নিজেই দিয়ে দিয়েছেন। রাহুল গান্ধী টুইটারে লেখেন, 'এই সরকার কী বাড়িয়েছে?' এরপর উত্তরে রাহুল লেখেন, 'বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্রতা এবং শুধুমাত্র মিত্রদের (বন্ধুদের) উপার্জন।' প্রতিদিনই কোনও না কোনও ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেই চলেছেন রাহুল গান্ধী। শনিবার বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও দারিদ্রতা নিয়ে কেন্দ্রকে খোঁচা দিলেন রাহুল।

ভারতে ২৩.২৪-কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট সক্রিয় রোগী বেড়ে ২.৫০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৩.২৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ মার্চ সারা দিনে ১০,৬০,৯৭১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৩,২৪,৩১,৫১৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৯৫৩ জন।

ভারতে দ্রুত বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১৭,১১২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,৬৫৩ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৯,৫৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১১,০৭,৩৩২ জন (৯৬.১২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১৭,১১২ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,৮৮,৩৯৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (২.৫০ শতাংশ)।

দিদির পাঠশালায় সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি ও কাটমানি : মোদী

খড়্গপুর, ২০ মার্চ (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার খড়্গপুরের বিএনআর মাঠে আয়োজিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছেন দিদি।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূলকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দিদির দল হল নিষ্ঠুরতার ও নির্মমতার পাঠশালা, দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি, কাটমানি ও সিন্ডিকেট, দিদির পাঠশালাতে ট্রেনিং দেওয়া হয় অরাজকতার।'বঙ্গবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আপনারা দিদির উপর আস্থা রেখেছিলেন, কিন্তু দিদি আপনাদের দুর্নীতি দিয়েছেন, আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।' মমতাকে উদ্দেশ্য করে মোদী বলেন, 'দিদি, পশ্চিমবঙ্গের জনতা আপনাকে ১০ বছর সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু, আপনি তাঁদের লুঠের ১০ বছর দিয়েছেন। আপনি দুর্নীতির ১০ বছর দিয়েছেন। আপনি জনতাকে ১০ বছরের কুশাসন দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ১০ বছর নষ্ট করেছেন দিদি।' তৃণমূলকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দিদির দল হল নিষ্ঠুরতার ও নির্মমতার পাঠশালা, দিদির পাঠশালাতে সিলেবাস হচ্ছে তোলাবাজি, কাটমানি ও সিন্ডিকেট, দিদির পাঠশালাতে ট্রেনিং দেওয়া হয় অরাজকতার।

মনসুখ হিরেন হত্যা মামলা : তদন্তভার হাতে নিল এনআইএ

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস-বিরোধী স্কোয়াডের কাছ থেকে মনসুখ হিরেন হত্যা মামলার তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মুকেশ আম্বানির বাড়ির বাইরে যে গাড়িতে বিস্ফোরক মিলেছিল ওই গাড়ির মালিক হলেন হিরেন, গত ৫ মার্চ থানেতে হিরেনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মনসুখ হিরেন হত্যা মামলার তদন্ত করছিল মহারাষ্ট্র সন্ত্রাস-বিরোধী স্কোয়াড, ইতিমধ্যেই ২৫ জনের বয়ান রেকর্ড করেছিল মহারাষ্ট্র এটিএস।

শনিবার এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনসুখ হিরেন হত্যা মামলার তদন্তভার হাতে তুলে নিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এনআইএ-কে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এবার মনসুখের হত্যা মামলার তদন্ত করবে এনআইএ।

নাম না করেই তৃণমূলনেত্রীর তোপ শুভেন্দু অধিকারীকে

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): হলদিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করেই আক্রমণ শানলেন শুভেন্দু অধিকারীকে। কার্যত এদিন শুভেন্দুকে ''আপদ'' বানিয়ে দিলেন মমতা। সঙ্গে শুনিয়েও দিলেন শুভেন্দু চলে যাওয়ায় তিনি ''বেঁচে'' গিয়েছেন। শুভেন্দুবাবুকে তৃণমূলে ধরে রাখতে নেত্রীর নির্দেশে সৌগত রায় থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার চেষ্টা করেছেন। অধিকারীবাড়ি 'শান্তিকুঞ্জ'-তে নিজে গিয়েছেন পিকে। তা সত্বেও শুভেন্দুবাবু তৃণমূল ত্যাগ করেছেন। তাই শনিবার তৃণমূলনেত্রী যখন দাবি করলেন শুভেন্দু চলে যাওয়ায় তিনি ''বেঁচে'' গিয়েছেন, প্রশ্ন উঠেছে, 'এটাকেই কি বলে আঙুরফল টক!' এদিন হলদিয়ায় সভা করতে গিয়ে তৃণমূলনেত্রী বিজেপির পাশাপাশি দলবদলুদের কড়া ভাষায় আক্রমণ চালিয়েছেন। বলেছেন, যাঁরা তোলাবাজ ছিল, টাকা বাঁচাতে বিজেপিতে গেছে।

করিমগঞ্জে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যয় পরীক্ষা শুরু, চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জে বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ব্যয় পরীক্ষা শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। জেলাশাসকের কনফারেন্স হল এবং জেলা পরিষদের কনফারেন্স হল-এ শনিবার থেকে তিন পর্যায়ের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিজ নিজ নির্বাচনি এজেন্টদের সঙ্গে নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে শনিবার জেলাশাসকের কনফারেন্স হল-এ সকাল সাড়ে নয়টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত উত্তর করিমগঞ্জের দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হয়েছে। রবিবার পাথারকান্দি কেন্দ্র ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। ২২ মার্চ রাতাবাড়ি ও বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

এছাড়া দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫ মার্চ দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। ২৬ মার্চ বদরপুর ও উত্তর করিমগঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। ২৭ ও ২৮ মার্চ যথাক্রমে পাথারকান্দি ও রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে ২৯ মার্চ উত্তর করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। ৩০ মার্চ পাথারকান্দি ও বদরপুর কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে। এবং ৩১ মার্চ রাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনি ব্যয় পরীক্ষা করা হবে।

ডিমা হাসাও সহ অসমকে বাঁচাতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান দেবোলাল গার্লোসার

হাফলং (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও সহ অসমকে বাঁচাতে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানালেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।

নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাফলং আসনে কংগ্রেস বিজেপি সহ সবকয়টি দলের প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচার অভিযান তুঙ্গে উঠেছে। হাফলং আসনের বিজেপি প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসার হয়ে একাধিক জায়গায় দেবোলাল গার্লোসা প্রচার চালাচ্ছেন।

শনিবার ডিমা হাসাও জেলার দিয়ুংব্রা খেলার মাঠে নন্দিতা গার্লোসার হয়ে নির্বাচনি জনসভায় দেবোলাল গার্লোসা বলেন, নির্মল-আজমল জুটি ক্ষমতায় আসলে কী হতে পারে তা একবার ভেবে দেখুন সবাই। নির্বাচনি জনসভায় দেবোলাল গার্লোসা বলেন, উন্নয়নের ইস্যুই এবারের নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। তিনি বলেন, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিগত পাঁচ বছর বিজেপি সরকার কাজ করেছে। এই অবস্থায় বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় ফিরলে কাজ হবে দ্বিগুণ, দাবি করে তিনি বলেন, ষষ্ঠ অনুসূচি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আছে থাকবেও। এ-নিয়ে সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন। কারণ নির্বাচন এলেই বিরোধী দলগুলির ষষ্ঠ অনুসূচি, বেকার সমস্যা ও পৃথক স্বশাসিত রাজ্য গঠনের কথা মনে পড়ে, বলেন দেবোলাল গার্লোসা।

নির্বাচনি জনসভায় প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এদিনের নির্বাচনি জনসভায় অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য নিপোলাল হোজাই, বিশ্বজিৎ দাওলাগাপু, পরিষদ সদস্য নবজিৎ বাটারি প্রমুখ।

হাফলং আসনের প্রার্থী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ডিমা হাসাও জেলা রিটার্নিং অফিসারের

হাফলং (অসম), ২০ মার্চ (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে দিহাংঙ্গিতে কংগ্রেসের নির্বাচনি জনসভায় কংগ্রেস কর্মীদের উপর আক্রমণ ও কংগ্রেসের চারটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর ঘটনার পর ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক তথা জেলা রিটার্নিং অফিসার পল বরুয়া হাফলং আসনের প্রার্থীদের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে অবাধ ও শান্তি পূর্ণ নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সকলকে শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়ে বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে কেউ যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ করার চেষ্টা না করে। জেলাশাসক বলেন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা শুধু জেলা প্রশাসনের একার কাজ নয়।

এ ক্ষেত্রে সকলকেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে এগিয়ে আসতে হবে। জেলাশাসক পল বরুয়া বৈঠকে হাফলং আসনের সব প্রার্থীর প্রতিনিধিদের বলেন, তাঁরা যাতে নিজ নিজ দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

এদিকে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ভি আর বিনোদ এবং ব্যয় পর্যবেক্ষক মহম্মদ মনজারুল হাসান হাফলং আসনে চার প্রার্থীর প্রতিনিধি ও তাঁদের এজেন্টদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাব নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রত্যেকের সহযোগিতা কামনা করেন। সবাই যাতে কঠোরভাবে নির্বাচনি আচরণ বিধি মেনে চলেন এনিয়ে আলোচনা করেন তিনি। তাছাড়া ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক মহম্মদ মানজারুল হাসান বলেন, প্রত্যেক প্রার্থী যাতে নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে সব নিয়ম মেনে চলেন সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত করতে হবে।

আগামী ২২ ২৬ এবং ৩০ মার্চ প্রত্যেক প্রার্থীর ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব দাখিল করতে হবে ব্যয় পর্যবেক্ষকের কাছে।

বড়জোড়া বিধানসভা আসন ধরে রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ জোট প্রার্থীর

বাঁকুড়া, ২০ মার্চ (হি.স.): জেলার বারোটি আসনের মধ্যে এবার বড়জোড়া বিধানসভা আসনটি অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। ২০১৬ নির্বাচনে এই কেন্দ্রে শাসক দলের প্রার্থীকে হারিয়ে জয়ী হন বাম - কংগ্রেস জোট প্রার্থী সুজিত চক্রবর্তী।তৃণমূল প্রার্থী করেছিল অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীকে। ২০১৬ নির্বাচনে বড়জোড়ার ভোটাররা বুঝিয়ে দিয়েছেন তারা বহিরাগত তারকা প্রার্থীর চেয়ে ঘরের ছেলে অনেক ভাল। তাই তৃণমূলের সোহম চক্রবর্তীকে কলকাতায় পাঠিয়ে মাটির গন্ধ মাখা বাম কংগ্রেস জোটের সিপিএম প্রার্থী সুজিত চক্রবর্তীকে জিতিয়েছিলেন। এবার তৃণমূল সে সাহস না দেখিয়ে সুজিত চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রার্থী করেছে অলক মুখার্জীকে। দীর্ঘদিনের লড়াকু কর্মী হিসাবে পরিচিত অলক মুখাজ্জী এই আসনটি দলের অনুকূলে ফিরিয়ে আনতে কোমর বেঁধে নেমেছেন। তৃণমূল এবার জমি দখল করতে শক্তি বাড়িয়েছে। অপর দিকে এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে সুপ্রীতি চট্টোপাধ্যায়কে। শিল্পাঞ্চলে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি চোখে পড়ার মত। এই কেন্দ্রে অঘটন ঘটাতে বিজেপি ও ঝাপিয়ে পড়েছে।তাই এই কেন্দ্রে এখন ত্রিমুখী টক্কর।

কে জিতবে সেই প্রশ্ন যখন শিল্পাঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে, তখন আগের মতই আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন সুজিত চক্রবর্তী। শনিবার তিনি জেলা কমিটির সদস্য সুজয় চৌধুরী ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে দামোদর নদের মানাচরের বুথে বুথে ভোটের প্রচার করলেন। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকে রাত দিন এক করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে ভোটের ময়দানে নেমে নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

জোরের সঙ্গে বললেন গত ৫ বছর বড়জোড়ার মানুষের অভাব অভিযোগ এবং তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতি, অবৈধ পথে কয়লা, বালি পাচার ও হাতি সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে বিধানসভায় গলা ফাটিয়েছি বড়জোড়ার ভোটাররা তা জানেন। তাই আমি প্রচারের সময় সে কথাই তুলে ধরছি। পাশাপাশি দলীয় কর্মী সমর্থকরাও সুজিত চক্রবর্তীর সমর্থনে বড়জোড়া বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়াল লিখন সহ বিভিন্ন প্রচারমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করবেন নাকি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী জয়ী হবেন তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২ মে পর্যন্ত।

তবে শনিবার তার নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা ছিল তা চোখে পড়ার মত। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান বড়জোড়া বিধানসভা এলাকায় জয়ের ব্যাপারে তিনি ১০০ু আশাবাদী।

কালনায় তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নেমেছেন অনেক বিজেপি কর্মী

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): পূর্ব বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায় কার্যত বিরোধী পক্ষের হয়েই প্রচার শুরু করে দিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের একটা বড় অংশ। এলাকায় যিনি বিজেপি-র প্রার্থী হয়েছেন তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি দুইই ধাক্কা খেয়েছে আমজনতার কাছে।

রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে যে টেট কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছিল তার অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন এই প্রার্থী। এসময় বিজেপি-র কর্মীরা তাঁর বিরুদ্ধে এলাকায় রীতিমত আন্দোলনে নেমেছিলেন।

এখন সেই দাগী মানুষটিই বিজেপি-তে এসে প্রার্থী হয়ে যাওয়ায় গেরুয়া শিবিরের নেতাকর্মীরা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। এরপর তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেন ওই প্রার্থীর হয়ে প্রচার না করে রাজ্যের শাসক দলের হয়েই প্রচার করতে। তাই কালনায় এখন তৃণমূলের সভা থেকে প্রচার সব জায়গাতেই ভিড় বিজেপি কর্মীদের।

বিশ্বজিতবাবু কালনার বিধায়ক রয়েছেন প্রায় এক দশক। কিন্তু ২০১৫ সালে তাঁর নাম জড়িয়ে যায় টেট কেলেঙ্কারিতে। অভিযোগ ওঠে তিনি তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনেদের স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন মোটা টাকার বিনিময়ে। অথচ এলাকারই যোগ্য যুবক-যুবতীরা তা পাননি। সেই ঘটনাকে ঘিরে ক্রমশ ক্ষোভ ছড়াতে থাকে কালনায়। তার জেরে পরবর্তীকালে তৃণমূলেও এক ঘরে হয়ে যান বিশ্বজিৎ। বাড়ে দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব। সেই সুযোগেই বিজেপি কালনায় বড়সড় আন্দোলন শুরু করে টেট দুর্নীতি ও বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে। বাংলার ক্ষমতার দখল নিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাছে টেনে নেয় বিশ্বজিতকেই। তার জেরেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন বিশ্বজিৎ। শুধু তাই নন পদ্মশিবির তাঁকে কালনাতে প্রার্থী করে।

বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে কালনাতে যারা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন সেই সব বিজেপির নেতাকর্মীরা, তাঁরা এই নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে অভিযোগও জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের যে কিছুই হয়নি, সেটা বেশ বোঝা গিয়েছে কালনা থেকে বিশ্বজিতকে বিজেপি প্রার্থী করায়। এরপরেই বিক্ষুব্ধ এই বিজেপি নেতারা সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা দল না ছাড়লেও বিজেপি প্রার্থীর হয়ে আর প্রচার করবেন না। পরিবর্তে তাঁরা প্রচার করবেন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। দলে দলে কালনা এলাকার বিজেপি কর্মীরা ভিড় জমাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে। আর তার জেরেই কালনায় ফাঁপড়ে পড়েছেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

একে তো আমজনতা মুখ ফিরিয়েছে তার ওপর নিজের অনুগতরাও তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন। পাশে পাচ্ছেন না বিজেপির নেতাকর্মীদেরও। তাই হাতেগোনা গুটিকয়েক কর্মীকে নিয়ে এসেই প্রচার সারতে হচ্ছে তাঁকে। অবস্থা দেখে শহরের অনেক লোক এখন মুখ টিপে হাসাহাসি করছেন। যদিও বিশ্বজিতবাবু জানিয়েছেন এই সবই তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার। বিজেপির শত শত কর্মী তাঁর হয়ে প্রচার করছে।

জোট শরিকদের প্রচারে দেখা মিলছে না অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি স)। বাম ও আইএসএফের জোট শরিকরা কংগ্রেস প্রার্থীদের হয়ে প্রচার শুরু করলেও নিশ্চুপ কংগ্রেস। জোটের অন্য শরিকদের জন্য ঘাম ঝরাতে নারাজ প্রদেশ-নেতৃত্ব। আসন নিয়ে তাই জটিলতা অব্যাহত। জট তৈরি হয়েছে যৌথ প্রচার নিয়ে।

বৃহস্পতিবার খেজুরি থেকে যৌথ প্রচার শুরু করেছে জোট নেতৃত্ব। ছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র এবং আব্বাস সিদ্দিকি। কিন্তু কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। যৌথ প্রচারে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে প্রথম দিনেই সন্দেহ দানা বাঁধে জোটের এই দুই শরিকের মধ্যে। আলিমুদ্দিনের তরফে বারবার কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে যৌথ প্রচারে যোগ দেওয়ার আবেদন জানান হলেও সাড়া মেলেনি।

পিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বিধানভবনের অনীহা ভাবাচ্ছে আলিমুদ্দিনের ভোট ম্যানেজারদের। প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন প্রার্থী রয়েছেন। তাঁদের হয়ে প্রচারে বাম ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নেতারা যেতে চাইলেও নীরব কংগ্রেস নেতৃত্ব। আদৌ প্রথম দু'দফায় যৌথ প্রচার চালানো যাবে কি না সন্দেহ দানা বাঁধছে জোটের অন্দরে।

শুক্রবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর প্রচার কর্মসূচি ঘোষণা করে আলিমুদ্দিন। প্রথমপর্বে তিনি প্রচার চালাবেন উত্তরবঙ্গে। সেখানে কংগ্রেসের সুখবিলাস বর্মার সমর্থনে একাধিক প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলে সিপিএমের তরফে জানানো হয়েছে। সূর্যকান্ত এবং বিমানরা জোট প্রার্থীদের হয়ে প্রচার শুরু করলেও প্রদেশ সভাপতির ভূমিকায় ক্ষুব্ধ আলিমুদ্দিন। অস্বস্তিতে বিধানভবনও।

ভোট এগিয়ে এলেও মুর্শিদাবাদের বাইরে কোনও কিছু নিয়ে ভাবতে নারাজ অধীর চৌধুরী। যদিও বিধানভবন সূত্রে খবর, আসন সমঝোতা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জোটের হয়ে প্রচারে নামতে নারাজ প্রদেশ সভাপতি। অনেক ক্ষেত্রেই আসন সমঝোতা মনঃপুত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ তিনি। যেমন মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে সিপিএমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও সম্প্রতি সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বলে জানায় আলিমুদ্দিনকে। পালটা চাপ দিতে নদিয়া শান্তিপুর দাবি করে বসে সিপিএম।

এছাড়াও নদিয়ার আরও দু'টি আসন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে আলিমুদ্দিন। গতবার নদিয়ার তিনটি আসনে কংগ্রেস জয় পেলেও কোনও বিধায়ককে ধরে রাখতে পারেনি। তিনজনই দলবদল করেন। তাই এবার এই তিনটি আসন ছাড়তে নারাজ সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসুরা। আলিমুদ্দিন কঠোর অবস্থান নেওয়ায় যৌথ প্রচার নিয়ে প্রদেশ সভাপতি বেঁকে বসেছেন বলে বিধানভবন সূত্রে খবর। তার এই আচরণে অবশ্য অস্বস্তিতে প্রদেশ অন্যান্য শীর্ষনেতৃত্ব।

৪গুত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই নির্বাচনী প্রচার কমিটির শীর্ষনেতৃত্ব সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য জোট প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে জেলা নেতৃত্বের কাছে চিঠি পাঠাচ্ছেন।

রবিবারই বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি স)। রবিবারই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী। এগরায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সভা থেকেই পদ্ম শিবিরে যোগ দিতে পারেন শিশির। এমনটাই জল্পনা মেদিনীপুরের রাজনৈতিক মহলে। শনিবার এ ব্যাপারে বিজেপির আমন্ত্রণ পৌঁছল কাঁথির শান্তিকুঞ্জে। অধিকারী বাড়িতে গিয়ে শিশির অধিকারী এবং দিব্যেন্দু অধিকারীকে অমিত শাহের সভা থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। আগামিকাল এগরার বালিঘাইয়ে বিজেপির সভা। অমিত শাহর সেই সভায় শিশির অধিকারীর উপস্থিতি চাইছে বিজেপি। পাশাপাশি, আগামী ২৪ মার্চ কাঁথিতে প্রধানমন্ত্রীর সভা, সেই সভায় যাওয়ার জন্য শিশির অধিকারীর পাশাপাশি আমন্ত্রণ করা হয়েছে দিব্যেন্দু অধিকারীকেও।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে এদিন ওই আমন্ত্রণপর্বে ছিলেন বিজেপির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অনুপ চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, বিজেপির শীর্ষনেতাদের শাহর সভায় উপস্থিত থাকার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। আপাতত জল্পনা, এখান থেকেই পিতাপুত্র পদ্মাসনে থিতু হচ্ছেন কিনা তাই নিয়ে। সূত্রের খবর, শিশির অধিকারী কাল অমিত শাহের সভায় যেতে পারেন। শিশিরবাবু খাতায় কলমে এখনও তৃণমূলের সাংসদ হলেও ছেলে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ত্যাগের পর একাধিকবার প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। বারবার জল্পনা ছড়িয়েছে, আগামী ২৪ মার্চ কাঁথিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাতেও উপস্থিত থাকতে পারেন তিনি। দিন তিনেক আগে সেই জল্পনা নিজেই উসকে দিয়েছিলেন শিশিরবাবু। ক্ষিপ্ত সুরে কাঁথির সাংসদ জানিয়ে দেন, নিজের রাজনৈতিক অবস্থান তিনি জানেন না। তবে, ছেলে প্রচারে ডাকলে তিনি যাবেন। সুযোগ পেলে আগামী ২৪ মার্চ মোদির সভায় থাকতে চান বলেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান নেতা। কিন্তু বুধবার চণ্ডীপুরের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, ২৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা পর্যন্ত অপেক্ষা নয়। তার আগে রবিবার অমিত শাহর সভাতেই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন শিশিরবাবু। শুভেন্দুর ইঙ্গিতের পরই শনিবার শান্তিকুঞ্জে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বেশ কিছুক্ষণ শিশিরবাবুর সঙ্গে কথা বলে, তাঁকে শাহর সভায় আমন্ত্রণ থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। সব ঠিক থাকলে, রবিবারই দলবদল করে বিজেপিতে শামিল হতে পারেন তিনি। তবে, অধিকারী বাড়ির আরেক সদস্য রবিবারের সভায় থাকবেন কিনা সেটা স্পষ্ট নয়।

এডিসি নির্বাচন ঃ করমছড়ায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচারে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদুল বনিক সহ অন্যরা। ছবি নিজস্ব।

দিনদুপুরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্টে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। দিন দুপুরে ওয়াটার টিটমেন্ট প্লেন্ট থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া সামগ্রী আটক করল এলাকাবাসীরা শনিবার। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র অর্থাৎ টাউন হল সংলগ্ন এলাকা থেকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, চুরি করা সামগ্রী নিয়ে বাইসাইকেল চেপে পাচার করতে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীদের সন্দেহ বশত এক যুবককে পিছু ধাওয়া করলে যুবক বাইসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়।পরে এলাকাবাসীরা খবর দেয় তেলিয়ামুড়া থানা ও ডি.ডাব্লিউ.এস অফিসে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ও ডি.ডাব্লিউ.এস অফিসের কর্মীরা। তারা প্রত্যক্ষ করে একটি ব্যাগের মধ্যে স্যুইচ বাল্ব আছে।পরে ডি.ডাব্লিউ.এস দপ্তরের এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হর কুমার দেববর্মা জানান-কোথা থেকে এই সামগ্রী গুলো চুরি হয়েছে এব্যাপারে তিনি অবগত নন।উল্লেখ্য থাকে বিগত কয়েক মাস পূর্বে ডি.ডাব্লিউ.এস তেলিয়ামুড়া অফিসে চুরি কান্ড সংঘটিত হয়েছিল। এখন ওই চুরি করা সামগ্রী গুলি কি নিয়ে যাওয়ার পথে এলাকাবাসীরা আটক করল। এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন খোদ ডি.ডাব্লিউ.এস তেলিয়ামুড়া অফিস কর্তৃপক্ষ।

তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন জনজাতি এলাকায় তিপ্রা মোথার প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। আসন্ন আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার জোর কদমে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া নির্বাচনী কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রত্যন্তএলাকায়। থেমে নেই মহারাজ দল তিপ্রা মোথা।এই কেন্দ্রের প্রার্থী কমল কলই এর সমর্থনে তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এবং কল্যাণপুর ব্লকের বিভিন্ন প্রত্যন্তএলাকায় কমল কলই সহ সমর্থকরা পাহাড়ী জনপদ সমতলের নির্বাচনী প্রচার সহ ডোর টু ডোর প্রচার অভিযানে গিয়ে ঐ সকল এলাকার বিভিন্ন সমস্যা গুলির মধ্যে পানীয় জল রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ পরিষেবা ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে সচেতনতা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২০ মার্চ।। শান্তির বাজার আরক্ষা প্রসাশনের উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিতহয় এক সচেতনতা মূলক সভা। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এই কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডীত করতে শান্তির বাজার আরক্ষা প্রসাশনের উদ্দ্যোগে আজ শান্তির বাজার কমিউনিটি হলে এক সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করাহয়। আরক্ষা দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও সানফ্লাউয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী ও ছাত্রীদের অভিবাবকরা অংশগ্রহন করে। আজকের এই আলোচনাসভায় বক্তব্যরাখেন শান্তির বাজার বালিকা দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের ও সানফ্লাউয়ার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক, শান্তির বাজার মহকুমার পুলিশের আধিকারিক নিরুপম দত্ত ও শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। আরক্ষা দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাযায়।

তেলিয়ামুড়ায় বিজেপি-আইপিএফটি জোটের প্রার্থীর সমর্থনে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। এডিসি ভোট প্রচারের অঙ্গ হিসাবে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে বিজেপি আইপিএফটি জোটের প্রার্থী গীতা দেববর্মার সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত করল কর্মীরা। এই সভায় বিজেপি আইপিএফটি জোটের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী গীতা দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের অধীনে ছনপাড়া এলাকায়। এই সভায় এলাকার মানুষজনদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই সভার ফাঁকেই বিজেপির জোটের প্রার্থী গীতা দেববর্মা বলেন, চন্দ্র প্রসাদ জে.বি স্কুল বুথ সেন্টারে মোট ভোটার সংখ্যা ৫০৭। এর মধ্যে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ১০-১১ জন ভুঁয়া ভোটার রয়েছে। তিনি এ ব্যাপারটি উর্দতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেবেন। ওই সভায় মানুষজনদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে গীতা দেববর্মা জানান, তিনি ভাবতেই পারেননি এত লোকের সমাগম ঘটবে। তাছাড়া তিনি বলেন, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। জয়ের ব্যাপারে তিনি ১০০ু নিশ্চিত। দীর্ঘ ২৫ বছর পর এবার ভোটযুদ্ধে এডিসির মসনদে বসবে বিজিপি আইপিএফটি জোট সরকার ভোট যুদ্ধে জয়ী হয়ে। এরপরই প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে উন্নয়নের ঢেউ শুরু হবে। কারণ বিজিপি আইপিএফটি জোট সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী।

মহারানীতে সিপিএম প্রার্থীর বাড়ি বাড়ি প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রের সিপিআইএম দলের কর্মীরা দলের প্রার্থী ঝর্না দেববর্মা কে নিয়ে ডোর টু ডোর প্রচারে ব্যাস্ত। দলীয় প্রার্থীকে নিয়ে কর্মীরা গিরি বাসীদের দ্বারে দ্বারে একদিকে ভোটের প্রচার করছে, অন্যদিকে ভোট ভিক্ষা চাইছে উন্নয়নের বার্তা কে সামনে রেখে।

এই প্রচারের ফাঁকেই সিপিআইএম দলের এই কেন্দ্রের প্রার্থী ঝর্না দেববর্মা জানায়---বিগত দিনের উন্নয়নে নিরিখেই গণ দেবতারা বামফ্রন্টকে ভোট দেবে। এদিন বৈরাগী ঢেপা, নোনা শিবির সহ বিভিন্ন এলাকায় ডোর টু ডোর ভোট প্রচার করেন। তবে তিনিও উন্নয়নের বার্তা কে সামনে রেখে গণদেবতা দের কাছে ভোট চাইতে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন, ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন।

তবে ১১ মহারানী তেলিয়ামুড়া কেন্দ্রে মূলত লড়াই হবে বহুমুখী। এই ভোট বৈতরণীর যুদ্ধে কোন দলের প্রার্থী জয়ের তিলক পড়বে সেটা সময়ই বলবে।

চাকমাঘাটে দূর্ঘটনায় আহত পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ মার্চ।। রাজনৈতিক দলের সভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে যাত্রীবাহী অটো গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে।দূরপাল্লার লরি ও অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৫। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমা ঘাট পুরান বাজার সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মুঙ্গিয়াকামি এলাকা থেকে ত্রিপরা মথা দলের রাজনৈতিক ডোর টু ডোর প্রচার শেষ করে চাকমাঘাট রঙ্গিয়া টিলা বাড়ি ফেরার পথে এনএল-০১ এন ০১৭৬ নম্বরের দূরপাল্লার লরির সাথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহীটট্র০১ক্ত৩৮৮৮ নম্বরের একটি অটো গাড়ি। এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় চালক সহ মোট পাঁচজন। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকাবাসী তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। আহতরা হলেন -অজিত দেববর্মা, (১৮);সরঞ্জয় দেববর্মা, (২১);অমৃত দেববর্মা, (২০);যোগেশ দেববর্মা,(১৮); এবং চালক বাপন দেবনাথ, (৩০) অটোতে থাকা যাত্রী চারজনের বাড়ি চাকমা ঘাটের রঙ্গিয়া টিলা এলাকায়। জানা যায়, চাকমা ঘাট পুরাতন বাজার সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দূরপাল্লার ও লরিটি। আর উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ মুঙ্গিয়াকামী ত্রিপরা মথা দলের প্রচার শেষ করে বাড়িমুখী আসার পথে ঘটে বিপত্তি। এদের মধ্যে চালক বাপন দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক।বর্তমানে আহত ৫ জনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১,২৬৮ জনের, আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ ঊর্ধমুখীই

ওয়াশিংটন, ২০ মার্চ (হি.স.)।। আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য কিছুটা কমেছে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৫,৯৮১ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,২৬৮ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩০,৪২৫,৭৮৭-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ হাজার ২৬৮ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ১০৪ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ হাজার ৯৮১ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১,২৬৮ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩০,৪২৫,৭৮৭-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২২,৬১০,৩২৫ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩৫৮ জন।

জাপানে ৭.২ তীব্রতার ভূকম্পন, টোকিওতে কাঁপল বিল্ডিং

টোকিও, ২০ মার্চ (হি.স.)।। শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। শনিবার সন্ধ্যায় ৭.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের রাজধানী টোকিও-র কাছে, তীব্র ভূমিকম্পে রাজধানী টোকিওতে কেঁপে ওঠে বিল্ডিং। জাপানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে জারি করা হয় সুনামির সতর্কতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬.০৯ মিনিট নাগাদ ৭.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জাপানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে, ভূপৃষ্ঠের ৬০ কিলোমিটার গভীরে। মিয়াগি প্রিফেকচারে সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়। মিয়াগি প্রিফেকচারে একজন আহত হয়েছেন। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটের পরে সুনামিও আছড়ে পড়ে। প্রায় ২০ সেকেন্ড স্থায়ী হয় ভূমিকম্প। টোকিওতে কেঁপে ওঠে বহু বিল্ডিং, আতঙ্কে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসেন মানুষজন। ভূমিকম্পে প্রাণহানির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ, ব্রাজিলে ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,৭৩০ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ২০ মার্চ (হি.স.)।। ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণে রাশ টানাই যাচ্ছে না। দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুতে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৭৩০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯,৪০৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৯০ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৭৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৫২৫-তে পৌঁছেছে।

সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮৯,৪০৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,৮৭৭,০০৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১০,৩৮৩,৪৬০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,২০৩,০২৪ জন।

দশরথবাড়ি এডিসি ভিলেজে বিজেপির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ মার্চ।। সোনামুড়া মন্ডলের অন্তর্গত উরমাই ২২/৩৩ নং বুথে তথা দশরথ বাড়ি এডিসি ভিলেজ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরাকে জয়যুক্ত করার লক্ষে এক উঠান সভায় অংশগ্রহণ করেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত এবং প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরা, জেলা সম্পাদক শুভঙ্কর সরকার ও মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস ধনপুর মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত অতিথি সকলেই এলাকার জনগনের সাথে উঠান সভায় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন।প্রার্থী পদ্মলোচন ত্রিপুরাকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান।

মহিলার

● প্রথম পাতার পর

এক মহিলা কর্মচারী। পরবর্তী সময়ে ঋণ প্রাপক যুবক ঋণের কিস্তির টাকা সময়মত মিটিয়ে না দেওয়ায় সেই বৃদ্ধা সরকারি কর্মচারীর ব্যাংক একাউন্ট থেকে প্রত্যেক মাসে ৭০০০ টাকা করে কেটে নিচ্ছে।ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অফিস টিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় অফিসটিলা এলাকার জিতেন্দ্র শীল গকুলনগর সিটি আই ক্যাম্পে চাকুরী করতেন।গত২০০৪ সালে তিনি মারা যান। পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী কল্পনা শীল ২০০৭ সালে ডাই ইন হার্নেস প্রকল্পে চাকরিটি পেয়ে সিটি আই ক্যাম্পে যোগ দেন। সহজ সরল প্রকৃতির মহিলা কল্পনা শীল। চাকরির সুবাদে সেই ক্যাম্পের এক কর্মচারী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সাথে সম্পর্ক হয় কল্পনা শীলের। গত দেড় বছর পূর্বে পূর্ণিমা চক্রবর্তী কল্পনা শীলকে সিটি আই ক্যাম্প থেকে গাড়ি করে নিয়ে যায় আগরতলায়। সেখানে নিয়ে সেই মহিলার সরলতার সুযোগ নিয়ে পূর্ণিমা চক্রবর্তী তার কাছ থেকে একটি স্বাক্ষর আদায় করে নেয়। পরবর্তী সময় ২০১৯ সালের মার্চ মাসের ৩১ তারিখ থেকে কল্পনা শিলের ব্যাংক একাউন্ট থেকে প্রতি মাসে ৭০০০ টাকা কেটে নিচ্ছে। পরবর্তী সময়ে খোঁজখবর নিয়ে ওই মহিলার জানতে পারেন কর্পোরেশন থেকে ইন্দ্রজিত দাস নামে এক যুবক তাকে গ্যারান্টার করে গাড়ি ক্রয় করেছে। তা শুনে তিনি হতবাক হয়ে জান। তিনি নাকি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না খবর নিয়ে জানা যায় পূর্ণিমা চক্রবর্তী কল্পনা শীলের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তার কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে অন্য এক যুবকের ঋণের গ্যারান্টার করে দেয়।কল্পনা শীলের দাবি তার সরলতার সুযোগ নিয়ে যে প্রতারণা করেছে তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অসমের সংস্কৃতির পক্ষে বড় হুমকি। কংগ্রেস যাদের সঙ্গে মিত্রতা করেছে তা অসমের জন্য বিপজ্জনক।” এছাড়া অসমের কৃষক, চা বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণে রাজ্যের বিজেপি সরকার অফুরন্ত কাজ করছে বলে দাবি করে তিনি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নরেন্দ্র মোদী বলেন, ”এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে অসমের চা বাগানের বসবাসকারীদের জন্য গণমুখি প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তাবায়ন করতে এক হাজার কোটি টাকা ধার্য করেছি। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন থাকায় বিজেপি সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করতে পারেনি। চা ব্যবসায়ীরা যদি শ্রমিকদের সুখ-দুখের কথা না বুঝে তা-হলে কে বুঝবে?’ তিনি বলেন, চা জনগোষ্ঠীর বাচ্চাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন চা বাগানে প্রায় ১২৫টিরও বেশি স্কুল খোলা হয়েছে। হাসপাতালের সুবিধাদি বিকাশ করা হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলা এবং তাঁদের সন্তানসন্ততিদের জন্য হাজার হাজার টাকা উপলব্ধ করা হচ্ছে। একইভাবে পাকা বাড়ি, শৌচালয়, পানীয় জলের ব্যবস্থা, জমি ইজারা ইত্যাদির কাজ দ্রুত গতিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এনডিএ সরকার অসমের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে ভাবছে, বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

বিগত কংগ্রেস সরকারের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত অসমে রাস্তাঘাট, সেতুর অবস্থা কী ছিল? একবার ভেবে দেখুন। কংগ্রেসের অপশাসন থেকে অসমকে মুক্ত করার পর এখন রাজ্যের যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। বগিবিল, ধলা-শদিয়া সেতুর প্রসঙ্গও তাঁর ভাষণে টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, কংগ্রেসের ধর্ম হচ্ছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে মোদী বলেন, ”শতবর্ষ পুরনো কংগ্রেস কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। সমগ্র দেশের মানুষ এখন কংগ্রেসের মিথ্যাচারিতা বুঝতে পেরেছেন, তাই এই দলের জনপ্রিয়তা এখন আর নেই। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ডালি নিয়ে অসমে ফের আসা-যাওয়া করছেন কংগ্রেসের নেতারা। তাই জনসাধারণ, আপনারা এই দল বা মহাজোট সম্পর্কে সাবধানে থাকবেন।”

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারকে আরও শক্তিশালী করতে অসমে কতটা উৎসাহ, এনডিএ-কে কতটা আত্মবিশ্বাস রয়েছে তার প্রমাণ আজকের সমাবেশে উপস্থিত বহু লক্ষ মানুষ বিরোধীদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, গত পাঁচ বছরে রাজ্যের সর্বানন্দ সরকারের কাজকর্মে আপনারা কতটা বিশ্বাস রেখেছেন, আজকের সমাবেশে এসে যে ভালোবাসা, আশীর্বাদ দিয়েছেন তা আমাদের কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মোদী বলেন, আমরা আত্মনির্ভর ভারত গঠন করতে নিরন্তর চেষ্টা করছি। এই কাজকে এগিয়ে নিতে এই অঞ্চলের জনতার সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। কেবল চা রফতানি নয়, এই অঞ্চল থেকে অনেক জৈব সামগ্রীর রফতানি হতে পারে। এখানকার পণ্যসামগ্রী ইউরোপ এবং মধ্য প্রাচ্যে পৌঁছে যাচ্ছে। এই চিন্তাভাবনাকে সাকার করতে কৃষকদের উৎপাদিত সামগ্রী রেলপথে পশ্চিম ভারতে সরাসরি রফতানি হচ্ছে। ফল, মাছ, শাকসবজি ইত্যাদি পণ্য এখন সরাসরি বড় বড় বাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। এখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বিশাল সম্ভাবনাও রয়েছে। এনডিএ সরকার ধারাবাহিকভাবে এই শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করছে। যাতে এখানকার যুবকরা আরও ভালো রোজগার করতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সূচকের ক্ষেত্রে সম্প্রতি ভারত সরকারের ঘোষণা অনুসারে ১০ লক্ষ্যের নীচে জনসংখ্যার ৬২টি ছোট শহরের মধ্যে আগরতলা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম এবং দেশের মধ্যে ১১তম স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে সরকার সচেষ্ট। উন্নয়নে প্রতি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা এখন দুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে যে-সব প্যারামিটারের উন্নয়ন করা প্রয়োজন, সেই প্যারামিটার সমূহের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা অতিমারির মধ্যেও স্বচ্ছ এবং অনলাইন ব্যবস্থাপনার ফলে ত্রিপুরার রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১৭৫টি অনলাইন পরিষেবা চালু করার পাশাপাশি ৩৬টি দফতরে অনলাইন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। রাজ্যের কৃষি, কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়ন অর্থাৎ প্রাইমারি সেক্টরে প্রবৃদ্ধির হার পূর্বতন সরকারের আমলে যেখানে ৬.৪ শতাংশ ছিল বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে প্রায় ১৩.৯ শতাংশ। প্রাথমিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার হওয়ার জন্য এখন প্রস্তুত। বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার সীমান্তে ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতু উদ্বোধনের ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, মৈত্রী সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে সাব্রুম থেকে এখন চিটাগাঙ বন্দরের দূরত্ব মাত্র ৭০ কিলোমিটার। আগে হলদিয়া বন্দর থেকে ১,৬০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পণ্য সামগ্রী আসত। এখন চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পণ্য সামগ্রী পৌঁছায় ৬০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এর ফলে পণ্য পরিবহণ ব্যয় অনেকটা কমেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্ত সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুসংহত স্থলবন্দর, লজিস্টিক হাব, রেলওয়ে ইয়ার্ড সহ একাধিক পরিকাঠামো একই জায়গায় গড়ে তোলা হচ্ছে যা শিল্পর বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে শিল্পের বিকাশে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেই জব ক্রিয়েটর তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, আত্মনির্ভর মানসিকতাই একটি রাজ্যকে স্বনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। কোভিড-১৯ অতিমারি প্রতিরোধে সরকারের সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ এবং কোভিড আক্রান্ত রোগীদের সুস্থতার হারে রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

ব্যপারী

● প্রথম পাতার পর

হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। আটক নেশা কারবারির নাম লিটন নমঃশূদ্র। সন্দেহজনকভাবে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে তল্লাশি চালান। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। তখন উত্তেজিত হয়ে স্থানীয় জনগণ তাকে উত্তম মধ্যম দেন। তাতে সে আহত হয়। তাকে আটকে রেখে খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেয়া হয়।পুলিশ এসে তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে নিয়ে বটতলা বাজারে গিয়েছিলেন। বটতলা এলাকা থেকে একটি টমটমে করে স্বামীর সঙ্গে ফিরছিলেন। ওই টমটমে করেই এসেছিল ওই যুবক। প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে টমটম চালককে সে বলে নামিয়ে দেওয়ার জন্য। চালক টমটম থামানোর চেষ্টা করতেই ওই বখাটে যুবক টমটমে বসে থাকা মহিলার গায়ে হাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা চিৎকার করেন। মহিলার স্বামী তাকে আটক করেন।ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মন্ত্রীর কোয়ার্টারের নিরাপত্তা কর্মীরা এসে তাকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকায় শনিবার তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বখাটে যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছেন।

আসামী

● প্রথম পাতার পর

নাম উল্লেখ করে বিশাল গর থানায় মামলা দায়ের করা হয়। অফিসে পুলিশ অফিসার ত মানিক মিয়া এবং মনু মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধজনগর এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

পাবলিক নোটিশ

এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হচ্ছে যে একটি রাজনৈতিক দল **“নর্থ ব্যাঙ্গল পিপলস্ পার্টি”** প্রস্তাব করেছে নথিভুক্তির জন্য। এই পার্টির অফিস হচ্ছে **গ্রাম-রবীন্দ্রপল্লী, পোঃ মোহনবতী, থানা-রায়গঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৩১৩৪।** এই রাজনৈতিক দলটি আবেদন পত্র দাখিল করেছে নয়াদিল্লির ভারতের নির্বাচন কমিশনে রাজনৈতিক দল হিসেবে নথিভুক্ত করার জন্য আন্ডার সেকশন ২৯এ রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল অ্যাক্ট,১৯৫১ মোতাবেক। পার্টির অফিস বেয়ারারদের নাম/ঠিকানা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

সভাপতি ঃ সুভাষ চন্দ্র রাউত, পিতা দীনেশ চন্দ্র রাউত, ঠিকানা- সুকান্তপল্লী (পূর্বাংশ) এবং গেইটবাজার, শিলিগুড়ি (এম কর) ভক্তিনগর, জলপাইগুড়ি-৭৩৪০৫১, পশ্চিমবঙ্গ।

সাধারণ সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী, পিতা গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, ঠিকানা - রবীন্দ্রপল্লী, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর-৭৩৩১৩৪, পশ্চিমবঙ্গ।

কোষাধ্যক্ষ ঃ জয়ন্ত কুমার সরকার, পিতা মৃত বিমল কুমার সরকার, ঠিকানা - মিলনপল্লী, ওয়ার্ড-২৫, শিলিগুড়ি পুর পরিষদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং-৭৩৪০০৫, পশ্চিমবঙ্গ।

যদি কারো কোন ধরনের আপত্তি থাকে **“নর্থ ব্যাঙ্গল পিপলস্ পার্টি”** নিয়ে তাহলে কারণ সহ তাদের আপত্তি জানাতে পারেন সম্পাদক, (পলিটিক্যাল পার্টি) ভারতের নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সদন, অশোক রোড, নয়া দিল্লী-১১০০০১ এই ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে।

ক্রীড়া

রোমাঞ্চ নিয়ে রিয়ালের অপেক্ষায় ক্লপ

তিন বছর আগে লিভারপুলের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের উৎসব করেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। আবারও প্রতিযোগিতাটিতে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দল দুটি। স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের পরীক্ষা নিতে অধীর হয়ে আছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ। তবে জিনেদিন জিদানের দলকে নিয়ে সতর্ক লিভারপুল কোচ। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালের ড্রয়ে প্রতিযোগিতাটির সফলতম দলটিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছে লিভারপুল। ২০১৭-১৮ আসরের ফাইনালে লিভারপুল গোলরক্ষক লরিস কারিয়ুসের মারাত্মক দুটি ভুল ও গ্যারেথ বেলের অসাধারণ ওভারহেড কিকে ৩-১ গোলে জিতেছিল রিয়াল। ঘরে তুলেছিল টানা তৃতীয় ও রেকর্ড ১৩তম শিরোপা। এর পরপরই দলটির দায়িত্ব ছাড়েন জিদান। ফরাসি এই কোচ পরে ফিরে আসেন আবার। লিভারপুল ফাইনালে ওঠে পরের আসরেও, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ প্রতিপক্ষ টটেনহ্যাম হটস্পারকে হারিয়ে প্রতিযোগিতাটিতে নিজেদের ষষ্ঠ শিরোপা জেতে তারা। আবার যখন রিয়ালের মুখোমুখি লিভারপুল, তাদের সামনে সুযোগ তিন বছর আগের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দেওয়ার। শুক্রবার শেষ আটের ড্রয়ের পর লিভারপুলের ওয়েবসাইটে ক্লপ বলেন, রিয়াল ম্যাচের জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। "এটা রোমাঞ্চকর (রিয়াল-লিভারপুল মুখোমুখি হওয়া)। অবশ্যই এটা কঠিন ড্র, তবে ঠিক আছে। কারণ (শেষ আটের) বাকি দলগুলোর দিকে তাকালেও মনে হবে, 'ওহ ঈশ্বর', সব দলই শক্তিশালী, সবাই শীর্ষমানের।" "সত্যিই আমি ম্যাচ দুটির জন্য মুখিয়ে আছি। মাত্র দুই বছর আগে আমরা তাদের মুখোমুখি হয়েছিলাম, আমাদের জন্য খুব কঠিন রাত ছিল সেটি। তাই আবার তাদের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাওয়া দারুণ ব্যাপার। যদিও এটা আলাদা রাউন্ড।" করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ভ্রমণে বিধিনিষেধের কারণে প্রথম লেগ রিয়ালের মাঠে নাকি অন্য কোথাও হবে, তা নিশ্চিত নয়। তবে সবকিছু এখনকার মতো থাকলে ফিরতি লেগ হতে পারে অ্যানফিল্ডে। এসব নিয়ে ভাবছেন না বলে জানান ক্লপ। ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতাটিতে দুই দল এখন পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছে ছয়বার, জয় সমান তিনটি করে। এর মধ্যে আছে ১৯৮০-৮১ আসরের ফাইনালে লিভারপুলের ১-০ গোলের জয়। দুই লেগের নকআউট পর্বে এর আগে একবারই মুখোমুখি হয়েছে তারা। ২০০৮-০৯ মৌসুমে শেষ ষোলোয় দুই লেগ মিলিয়ে ৫-০ গোলে জিতেছিল লিভারপুল। এছাড়া ২০১৪-১৫ আসরে গ্রুপ পর্বের দেখায় ঘরের মাঠে ১-০ ও অ্যানফিল্ডে ৩-০ গোলে জিতেছিল রিয়াল। লিভারপুলের কোচ হিসেবে ক্লপ রিয়ালের মুখোমুখি হয়েছেন একবারই। এছাড়া ছয়বার তাদের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের কোচ থাকাকালীন। এর মধ্যে ২০১২-১৩ মৌসুমে সেমি-ফাইনালে রিয়ালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ডর্টমুন্ড। সব মিলিয়ে ক্লপ ভালো করেই জানেন রিয়ালের বিপক্ষে খেলা কতটা কঠিন। "আমি লিভারপুলে এসে শুধু একবার তাদের মুখোমুখি হয়েছি। তবে তাদের বিপক্ষে খেলা সবসময় কঠিন। আমার মনে হয় প্রথমবার তাদের বিপক্ষে খেলব যখন সেখানে ক্রিস্তিয়ানো (রোনালদো) নেই, (গ্যারেথ) বেল নেই।" "তবে এখনও সেখানে রামোস আছে, ভারানে, ক্রুস, মদ্রিচ, কাসেমিরো, কারভাহাল, বেনজেমা আছে। কয়েকজন তরুণ সম্ভাবনাময়, সর্বোপরি শীর্ষমানের খেলোয়াড় আছে। আমি সত্যিই ম্যাচ দুটির জন্য মুখিয়ে আছি।'

টোকিও অলিম্পিকে থাকছে না বিদেশি দর্শক

করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে টোকিও অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিকে বিদেশি দর্শকদের জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে আয়োজক কমিটি। অলিম্পিক আয়োজক কমিটি শনিবার এক বিবৃতিতে জানায়, বিদেশি নাগরিক যারা অলিম্পিক ও প্যারালিম্পিকের টিকেট কিনেছেন তাদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রধান টমাস বাখ, টোকিও গভর্নর ইউরিকো কোয়িকেসহ পাঁচ পক্ষের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। টোকিও অলিম্পিক হওয়ার কথা ছিল গত বছর। তবে বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ রোগের বিস্তারে প্রতিযোগিতাটি এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্যারালিম্পিকও স্থগিত হয়ে যায়। নতুন সূচিতে আগামী ২৩ জুলাই শুরু হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রীড়াযজ্ঞ শেষ হবে ৮ অগাস্ট। আর প্যারালিম্পিক শুরু হবে ২৪ অগাস্ট, চলবে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

টেন্ডুলকারের চোখে সূর্যকুমার ও কিষান বিশ্বকাপ খেলতে প্রস্তুত

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সূর্যকুমার যাদব ও ইশান কিষানের পথচলা কেবলই শুরু হয়েছে। ম্যাচ খেলেছেন মাত্র দুটি করে। এরই মধ্যে তাদের প্রতিভা ও সামর্থ্যে অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেছে শচিন টেন্ডুলকারের। আসছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তারা খেলতে প্রস্তুত বলে মনে করেন এই ব্যাটিং কিংবদন্তি। চলমান ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় সূর্যকুমার ও কিষানের। ৩২ বলে ৫৬ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে কিষান জানান দেন তার প্রতিভার। ওই ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি সূর্যকুমার। চতুর্থ ম্যাচে সুযোগ আসে সূর্যকুমারের। মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই জফ্রা আর্চারকে ছক্কায় উড়িয়ে নজর কাড়েন সবার। আর দিন শেষে ৩১ বলে ৫৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে প্রথম ম্যাচেই দলের জয়ের নায়ক। ম্যাচটি শেষে সূর্যকুমার বলেন, আইপিএলে ইংলিশ এই পেসারকে খেলার অভিজ্ঞতাই কাজে লেগেছে তার। এবার টেন্ডুলকারও বললেন একই কথা। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে ফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, আইপিএলে বিশ্বের সেরা বোলারদের বিপক্ষে খেলা এই দুই ক্রিকেটার বিশ্বকাপের জন্যও তৈরি। "দুই জনের (সূর্যকুমার ও কিষান) প্রতিভা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও নির্বাচক কমিটির কাছেও এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমি বলতে পারি, আইপিএলে বিদেশি সেরা বোলারদের বিপক্ষে খেলে তারা এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে প্রস্তুত।"

সূর্যকুমার ও কিষান দুই জনই আইপিএলে খেলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে, যেখানে তাদের মেন্টর টেন্ডুলকার। দুই জনকে কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন ভারতের সাবেক এই তারকা ব্যাটসম্যান। "তারা খুব ভালো ক্রিকেটার। আমি সূর্যকুমারের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি, তাকে দেখে দারুণ মনে হয়েছে। গত আইপিএল আসর শুরুর আগে ইশান যখন নেটে অনুশীলন করছিল তখন কিছু বিষয় ছিল নজরে পড়ার মতো। সে তার ব্যাট ঘুরানো ও মানসিকভাবে স্থির হওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই সময় থেকে সে যেভাবে উন্নতি করেছে তা অসাধারণ।" আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতের মাটিতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আসরটি হওয়ার কথা ছিল গত বছর অস্ট্রেলিয়ায়। করোনাভাইরাসের প্রকোপে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় হবে সংক্ষিপ্ত এই সংস্করণের আরেকটি বিশ্বকাপ।

সেরি আর আবারও বর্ষসেরা রোনালদো

ইউভেন্তুসে যোগ দেওয়ার পর থেকে টানা দ্বিতীয়বার ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি আয় মৌসুম সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। ইতালিয়ান ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে আসরের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে শুক্রবার পর্তুগিজ তারকার নাম ঘোষণা করা হয়। তুরিনের দলটির টানা নবম লিগ জয়ের পথে আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ গোল করেছিলেন তিনি। ২০১৯-২০ সেরি আর বর্ষসেরা গোলের স্বীকৃতিটাও গেছে রোনালদোর ঝুলিতে। আবারও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জয়ের পর ইন্সট্রাগামে ভালোলাগার কথা জানান রোনালদো। ধন্যবাদ জানান ক্লাব, সতীর্থ ও ভক্ত-সমর্থকদের। "ইতালিতে আসার পর থেকে টানা দ্বিতীয়বার পুরস্কারটি জিতে এর চেয়ে বেশি খুশি আর হতে পারতাম না।" স্কাই স্পোর্ত ইতালিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কোভিড-১৯ মহামারীতে সমস্যা জর্জরিত বছরের দিকে পেছন ফিরে তাকান রোনালদো। কঠিন এই সময়ে সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারায় সন্তুষ্টিটা যেন একটু বেশিই ৩৬ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের। "বছরটা ছিল অদ্ভুত, এমন একটা বছর যা কেউই চাইত না। কিন্তু ব্যক্তিগত ও দলীয় দিক দিয়ে এটা ছিল ইতিবাচক, কারণ আমরা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলাম।" "শুরুর দিকে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলাটা ছিল কঠিন, তবে আমাদের লক্ষ্য ছিল চ্যাম্পিয়নশিপ জয় এবং আমরা তা করতে পেরেছি। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে ছিটকে গিয়েছিলাম; কিন্তু ফুটবল এমনই।" ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সাম্পদোরিয়ার বিপক্ষে তার অনেকটা লাফিয়ে হেডে করা গোলটি বর্ষসেরা গোলের স্বীকৃতি পেয়েছে। "এটা ছিল আমার সেরা গোল, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিতআমি আমার সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ তারা ছাড়া এই পুরস্কার জেতা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।" "যে সকল খেলোয়াড়েরা আমাকে ভোট দিয়েছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।" ৩৬ পেরিয়েও এখনও মাঠে আগের মতই ক্ষুরধার রোনালদো। এর রহস্য জানালেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক এই ফুটবলার। "আমি মনে করি নিজের প্রতি বিশ্বাস, হাল না ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া ও ফুটবলের প্রতি আবেগ-এগুলো হলো ফুটবল উপভোগ করে যাওয়ার মূলমন্ত্র।" "লড়াই চালিয়ে যেতে আমি এখনও অনুপ্রেরণা পাই। অন্যথায় ৩৫, ৩৬, ৩৭ বা ৪০ বছর বয়সে এই পর্যায়ে খেলা সম্ভব নয়।" আসর সেরা কোচের পুরস্কার জিতেছেন আতালান্তার জান পিয়েরো গাসপেরিনি। গত মৌসুমে তার কোচিংয়ে লিগে তৃতীয় হয়েছিল আক্রমণাত্মক ফুটবলে চমক জাগানো দলটি।

অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেলেন সিন্ধু

বার্মিংহাম, ২০ মার্চ (হি.স.): অল ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে এখন ভারতের একমাত্র ভরসা পি ভি সিন্ধু। প্রথম গেমে হেরে গিয়েও শেষ পর্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে হারালেন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচিকে। দুরন্ত কামব্যাক করে তিনি পৌঁছে গেলেন মহিলাদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে। টুর্নামেন্টে এই প্রথমবার শক্ত চ্যালেঞ্জ সামলাতে হল ভারতের তারকা শাটলারকে। টুর্নামেন্টের তৃতীয় বাছাই জাপানের আকানে ইয়ামাগুচির বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ পড়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সিন্ধুর। বিশ্ব ক্রমতালিকায় সিন্ধু আছেন সাতে, ওয়ার্ল্ড ট্যুর ক্রমতালিকায় দুইয়ে। ইয়ামাগুচি বিশ্ব ক্রমতালিকায় রয়েছেন পাঁচে। প্রথম গেম ইয়ামাগুচি ২১-১৬ ব্যবধানে জিতে নেন। এরপরই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে একই ব্যবধানে পরের গেমটি জিতে নেন সিন্ধু। তৃতীয় গেমে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। শেষের দিকে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। ১৭-১৮-তে পিছিয়ে পড়ে ১৯-১৮-তে এগিয়ে যান সিন্ধু। এরপরই ইয়ামাগুচি ১৯-১৯ করে ফেলেন। তবে স্নায়ুযুদ্ধে অবশ্য বিপক্ষকে টেক্কা দেন ভারতের তারকা শাটলার।

হল্যান্ড সেরাদের একজন: গুয়ার্দিওলা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার-ফাইনাল প্রতিপক্ষ বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের তারকা ফুটবলার আর্লিং হলান্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পেপ গয়ার্দিওলা। বয়স বিবেচনায় নরওয়ের এই তরুণ ফরোয়ার্ড সেরাদের একজন বলে মনে করেন ম্যানচেস্টার সিটি কোচ।জার্মান দলটির হয়ে চলতি মৌসুমে ৩০ ম্যাচে ৩১ গোল করা ২০ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকারের সিটিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সেটা সত্যি হোক বা না হোক, আগামী মাসে ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে গুয়ার্দিওলার দলের জন্য হলান্ড নিশ্চিতভাবেই বড় আতঙ্কের নাম হবেন।এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে শনিবার সিটির প্রতিপক্ষ স্বাগতিক এভারটন। এর আগের দিন গুয়ার্দিওলার সংবাদ সম্মেলনে ওঠে আসছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ লড়াই ও প্রতিপক্ষ তারকা হল্যান্ড প্রসঙ্গ।"সংখ্যাগুলো তার হয়ে কথা বলেতার বয়সীদের মধ্যে সে সেরা স্ট্রাইকারদের একজন। তার পরিসংখ্যান দুর্দান্ত।" "আমি তার মান সম্পর্কে জানি। আমার মনে হয় সবাই তা জানেন, তবে আগামী দুই সপ্তাহ পর আরও ভালো উত্তর দিতে পারব কারণ আমি তাকে খুব বেশি দেখিনি।" এই দুই সপ্তাহ ডর্টমুন্ডের খেলার ফুটেজ দেখে তাদের খেলা পর্যবেক্ষণ করবেন গুয়ার্দিওলা। সেরা দলই পরের রাউন্ডে যাবে বলে তার বিশ্বাস। "ডর্টমুন্ড কঠিন প্রতিপক্ষ, অবশ্য অন্য কোনো দল হলেও তাই হতো। আমাদের বুঝতে হবে দল হিসেবে তারা কেমন। প্রথম ম্যাচে ভালো করতে হবে এবং এরপর দ্বিতীয়টি।" "সেরা দল পরের রাউন্ডে যাবেতাদের খেলার ধরণ পর্যালোচনার জন্য আমাদের হাতে দুই সপ্তাহ সময় আছে।"

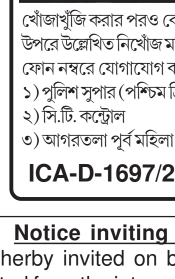

সন্ধান চাই

Ref :- East Agartala Women PS GDE No-18, dated - 17/03/2021.

পাশের ছবিটি শ্রীমতি প্রিয়া শীল, স্বামী - শ্রী গৌতম সাহা, সাং - ধলেশ্বর, রোড নং-৭/৮ মধ্য স্থান, থানা - আগরতলা পূর্ব থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ১৮ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট, গায়ের রঙ- ফর্সা, পরনে -জিন্স পেন্ট এবং টপ। গত ১৫/০৩/২০২১ ইংরেজি তারিখ সকাল প্রায় ৬টা ৩০ মিনিট সময়ে কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব মহিলা থানা - ০৩৮১-২৩২-৪৯১৮

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1697/21

Notice inviting quotation.

Quotation in sealed cover is herby invited on behalf of the Tripura Minority Co-operative Development Corporation Limited from the interested Firms/Agencies. Interested Firms/Agencies should quote item wise rate in words and figures. All bidders are also requested to submit bid from 22.03.21 to 30.03.21 during office hours. Quotation will be opened on 31.03.2021 at 11.00 a.m. Lowest rate of any brand as mentioned below will be considered. This is in cancellation of the previous quotation vide no. F.No.44(20)- CORPN/MINO/GIA/NMDFC/3982 dated 9th February, 2021

Term and condition my seen at the notice board of the Corporation building at any working days.

Specification

Sl. No.	Particulars/ Specification	Brand	Specifications
1	Desktop computer 4 (four) sets (CPU, Monitor, Ups, Keyboard, Mouse) BRAND : HP/Lenovo/ /Wipro	Colour	Business Black
		Resolution	1920X1080 (Full HD)
		processor Brand	Intel
		Processor type	Core i3 (10 generation)
		Memory Technology	DDR4
		Hard Drive size	1 TB
		Hard Drive rotational speed	5400RPM
		Speaker	Dual speakers with dolby Audio
		Monitor	Monitor: 21 inch display
		Mouse & Keyboard	Optical Mouse & Malti media Key Board (Cord less)
2	Printer 2 nos	HP Laser	Normal printer

ICA-C-3460/21

(Md. Habij Uddin)
General Manager, TMCDC LTD.
Lake Chowmohani, Agartala

বাজারে এসে গিয়েছে গরমের অন্যতম সেরা ফল তরমুজ। রাজধানী আগরতলায় শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ঘোষিত হল আরএসএস-এর নতুন অখিল ভারতীয় অধিকারীদের নাম, দায়িত্ব বাড়ল দত্তাত্রেয় হোসাবলে ও অরুণ কুমারের

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): ঘোষিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর নতুন অখিল ভারতীয় অধিকারীদের নাম। যেখানে দায়িত্ব বেড়েছে দত্তাত্রেয় হোসাবলে ও অরুণ কুমারের। ব্যাঙ্গালুরুতে দুই দিনের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক শেষ হল শনিবার। সেই সভায় অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসবলে। দত্তাত্রেয় ভাইয়াজী জোশীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে অরুণ কুমারকে সহ-সরকার্যবাহ করা হয়েছে।

শনিবার, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য নতুন প্রতিনিধিদের বেছে নিয়েছেন। আরএসএস অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে দত্তাত্রেয় হোসাবলেকে সরকার্যবাহ নির্বাচন করার ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয়েছে, "দত্তাত্রেয় হোসাবলেজি সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় সরকার্যবাহ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০৯ সাল থেকে তিনি সহ-সরকার্যবাহের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। "

কর্নাটকের সিমোগা জেলার স্বয়ংসেবক শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবলে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগদান করার পর, ১৫ বছর তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৭৫-১৯৭৭ সালের এমার্জেন্সির সময় জেপি আন্দোলনেও সক্রিয় ছিলেন এবং প্রায় বাইশ মাস "মিসা" আইনে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। দত্তাত্রেয় হোসবোলে মাতৃভাষা কন্নড় ছাড়াও ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত, তামিল, মারাঠি প্রভৃতি এবং বহু ভারতীয় ও বিদেশী ভাষায় পন্ডিত্য জনপ্রিয়।

একই সঙ্গে, অরুণ কুমারকে সহ-সরকার্যবাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেখানে রামলালকে অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ করা হয়েছে। সুনীল অম্বেকারকে অখিল ভারতী প্রচার প্রমুখ এবং অলোক কুমারকে অখিল ভারতী সহ-প্রচার প্রমুখ করা হয়েছে। বিজেপিতে সক্রিয় থাকা রাম মাধবকে আবার সংঘের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁকে সংঘের অখিল ভারতী কার্যকারিণী সভায় স্থান দেওয়া হয়েছে।

সংঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে সরকার্যবাহের পাশাপাশি অন্যান্য পদগুলিতেও প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়ার পর সঙ্ঘের বিভিন্ন ভূমিকায় কারা থাকবেন একবার দেখে নেওয়া যাক — সরসঙ্ঘচলক — ডাঃ মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ — দত্তাত্রেয় হোসাবলে, সহসরকার্যবাহ — ডঃ মনমোহন বৈদ্য, কৃষ্ণ গোপাল, সি আর মুকুন্দা, অরুণ কুমার এবং রাম দত্ত চক্রধর, শারীরিক প্রমুখ — সুনীল কুলকারনী, সহ-শারীরিক প্রমুখ — জগদীশ প্রসাদ, বৌদ্ধিক প্রমুখ — স্বন্ত রঞ্জন, সহবৌদ্ধিক প্রমুখ-সুনীল ভাই মেহতা, ব্যবস্থা প্রমুখ — মঙ্গেশ ভেন্ডে, সহব্যবস্থা প্রমুখ — অনিল ওক, সেবা প্রমুখ - পরাগ অভয়নকর, সহ-সেবা প্রমুখ- রাজকুমার মাথলে, সম্পর্ক প্রমুখ- রামলাল, সহসম্পর্ক প্রমুখ- রমেশ পাপা ও সুনীল দেশপাণ্ডে, প্রচার প্রমুখ — সুনীল আম্বেকার, সহপ্রচার প্রমুখ- নরেন্দ্র ঠাকুর ও অলোক কুমার

প্রসঙ্গত, মধ্যবঙ্গ নামক একটি নুতন ভাগের ঘোষণা হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পক্ষ থেকে। দক্ষিণবঙ্গের নদিয়া বিভাগ, বীরভূম বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ, বাঁকুড়া বিভাগ হুগলি ও তারকেশ্বর জেলা নিয়ে "মধ্যবঙ্গ" প্রান্ত হয়েছে। এই ভাগের প্রান্ত সঙ্ঘচালক হলেন মাননীয় অতুল কুমার বিশ্বাস। প্রান্ত কার্যবাহ হলেন শ্রী মনোজ চট্টোপাধ্যায়। প্রান্ত প্রচারক হলেন শ্রী কৃষ্ণ মন্ডল। এছাড়াও , দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক হলেন মাননীয় জয়ন্ত রায় চৌধুরী। প্রান্ত কার্যবাহ শ্রী জিষ্ণু বসু। প্রান্ত প্রচারক শ্রী জলধর মাহাত। সহ প্রান্ত প্রচারক শ্রী প্রশান্ত ভট্ট।

মমতার আহত হওয়ার ঘটনার তদন্তভার নিল সিআইডি

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনায় তদন্তভার নিল সিআইডি। এতদিন জেলা পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছিল। ঘটনার ১০ দিন পর তদন্তভার নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করলেন গোয়েন্দারা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, সাত সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন হয়েছে যা রবিবারই নন্দীগ্রাম যাবে। সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আহত হওয়ার ঘটনার বিষয় খতিয়ে দেখবে।

গত ১০ মার্চ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর গাড়ির দরজায় গুরুতর আহত হন। তাকে তড়িঘড়ি গ্রিন করিডোর করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই বিজেপির ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করে এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাঁকে আহত করার অভিযোগ করেন মমতাও। এর পরই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। তদন্তে যান কমিশন নিযুক্ত রাজ্যের পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে। এর পর কমিশনকে আলাদা রিপোর্ট দেয় রাজ্য পুলিশ ও পর্যবেক্ষক। কিন্তু কোনও রিপোর্টেই চক্রান্তের কোনও উল্লেখ নেই। বরং ইঙ্গিত দুর্ঘটনার দিকে।

ঘটনার পরেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন একদম শীর্ষস্তর থেকে জেলাশাসক, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ সুপারের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেন। যে রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সরিয়ে দেওয়া হয় জেলাশাসককে। সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় পুলিশ সুপারকেও। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি। নন্দীগ্রামে জেলা পুলিশের কাছে এই ঘটনা নিয়ে রুজু হওয়া একমাত্র মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিআইডি।

কিন্তু জেলা প্রশাসনের রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মিলিয়ে আসল ঘটনার সত্যতা জানা শক্ত হয়ে পড়ছে। তাই এরকম হাইপ্রোফাইল ঘটনার তদন্তের জন্য সিআইডির সর্বোচ্চ অফিসারদের নিয়ে সাত সদস্যের একটি দল গঠন করা হয়েছে। আগামীকাল সেই দল নন্দীগ্রামে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এর সঙ্গে কথা বলে ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে খতিয়ে দেখবে কী করে আহত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রত্নাগিরিতে রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ দগ্ধ হয়ে মৃত ৬

রত্নাগিরি, ২০ মার্চ (হি.স.): মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরি জেলায় রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ৬ জন। আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে রত্নাগিরি জেলার লোটে এমআইডিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায়। শনিবার সকালে ঘারদা কেমিক্যালস কোম্পানির রাসায়নিক ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ হয়, বিস্ফোরণের পরই আগুন ধরে যায়। সেই সময় ৪০-৫০ জন ভিতরে আটকে পড়েছিলেন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, ৬ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই অগ্নিকাণ্ডে অনেকেই আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বাকিদের মুম্বইয়ের হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত আদিত্য ঠাকরে

মুম্বই, ২০ মার্চ (হি.স.): এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন খোদ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের পুত্র তথা মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে। শনিবার সন্ধেয় নিজেই টুইট করে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন উদ্ধব-পুত্র। সেই সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে তাঁর সংস্পর্শে আসা সবাইকে করোনা পরীক্ষা করানোর অনুরোধও জানিয়েছেন।

দেশে করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার পরেই দীর্ঘদিন ধরেই মারণ ভাইরাসের সংক্রমণে লণ্ডভণ্ড হয়ে মহারাষ্ট্র। বেশ কয়েক মাসের চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছিল গত বছরের শেষের দিকে। কিন্তু ফের বিপত্তি। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ আচমকাই ঊর্ধমুখী হয়ে উঠেছে। দৈনিক সংক্রমণ ২৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। নাগপুর সহ বেশ কিছু এলাকায় লকডাউন ও নৈশ কার্ফুর পথে হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না। শুক্রবারই মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে রাজ্যে ফের লকডাউন জারির হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মারণ ভাইরাস রুখতে লকডাউনই একমাত্র পথ।' সেই হুঁশিয়ারির ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই খোদ মুখ্যমন্ত্রী পুত্র তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য আদিত্য ঠাকরে করোনায় আক্রান্ত হলেন।

এদিন সন্ধে ছয়টা ২৬ মিনিটে তিনি টুইট করে লিখেছেন, 'করোনার মৃদু উপসর্গ লক্ষ্য করেই পরীক্ষা করিয়েছিলাম। আর তাতে কোভিড পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। আমার সংস্পর্শে গত কয়েকদিন ধরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবাইকে পরীক্ষা করানোর জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।' সাধারণ মানুষকে করোনা বিধি মেনে চলার পাশাপাশি যাবতীয় সতর্কতা নেওয়ারও অনুরোধ জানিয়েছেন আদিত্য।

আফগানিস্তানে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার হুঁশিয়ারি দিল তালিবান

কাবুল, ২০ মার্চ (হি.স.): আফগানিস্তানে শান্তি ফেরাতে মস্কোয় কাবুলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক চলছে তালিবানের। এখনও ন্যাটো বাহিনী আছে আফগানিস্তানে। এরই মধ্যে সেখানে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার হুঁশিয়ারি দিল তালিবান।

আমেরিকা ও কাবুলের গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে আলোচনার 'নাটক' করলেও শরীয়ত আইন প্রতিষ্ঠা করাই যে তাদের উদ্দেশ্য তা ফের স্পষ্ট করে দিল তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। শুক্রবার তালিবান নেতা সুহেল শাহিন সাফ বলে, "মে মাসের ১ তারিখের পর ন্যাটো বাহিনীকে আফগানিস্তান ছাড়তে হবে। দেশে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠা হবেই।"

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারি কাতারের রাজধানী দোহায় শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে আমেরিকা ও তালিবান । সেই চুক্তি মত মে মাসের ১ তারিখের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো ও মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহার করা হবে। বিশ্লেষকদের মতে, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী চলে গেলে কাবুলে আশরাফ ঘানির সরকারের পতন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আর ফের ক্ষমতা হাতে পেলে নয়ের দশকের তালিবানি অরাজকতা ফিরবে সে দেশে।

করোনা আক্রান্ত ইমরান খানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): করোনা আক্রান্ত পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সন্ধ্যায় একটি সংক্ষিপ্ত টুইটবার্তায় মোদী লেখেন, 'কোভিড-১৯ থেকে (পাকিস্তানের) প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দ্রুত সেরে উঠুন। তাঁর আরোগ্য কামনা করছি।'

শনিবার পাকিস্থানের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস, রেগুলেশন্স এবং কোঅর্ডিনেশন সম্পর্কিত প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ফয়সাল সুলতান টুইট করে জানিয়েছেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান করোনা-সংক্রমিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বাড়িতেই স্বেচ্ছা নিভৃতবাসে রয়েছেন।' পাক প্রধানমন্ত্রীর দফতরও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবারই করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছিলেন ইমরান খান। টিকা নেওয়ার পরও ইমরান কীভাবে করোনা-আক্রান্ত হলেন? পাকিস্তানি চিকিৎসক আব্দুল বারি খান জানিয়েছেন, টিকা নেওয়ার দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে অ্যান্টিবডিগুলি বিকশিত হয়। তাই ইমরানের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক। চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী একজন সুস্থ মানুষ এবং দ্রুত তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

ভারতে ২৩.২৪-কোটির উর্ধ্বে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী বেড়ে ২.৫০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২৩.২৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ মার্চ সারা দিনে ১০,৬০,৯৭১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৩,২৪,৩১,৫১৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ভারতে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০,৯৫৩ জন।

ভারতে দ্রুত বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ১৭,১১২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৩,৬৫৩ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৯,৫৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩৮ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৮৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১১,০৭,৩৩২ জন (৯৬.১২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১৭,১১২ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,৮৮,৩৯৪ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (২.৫০ শতাংশ)।

আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার নিয়ে বিতর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার কেন্দ্রীয় সরকারের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার নিয়ে বিতর্কিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার সারা বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন (আবুটা)-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি এ কথা জানান।

গৌতমবাবু বলেন, এ ব্যাপারে আবুটা-কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের চিঠিতে এ কথা জানানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে এ-ধরণের কর্মসূচিতে বিধিনিষেধ জারি করে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল তা ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আন্তর্জতিক ওয়েবিনার সংগঠিত করার ক্ষেত্রে হরেক রকমের বিধিনিষেধ জারি করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক গত ১৫ই জানুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল এ ধরণের কর্মসূচী সংগঠিত করতে হলে বা তাতে অংশগ্রহণ করতে গেলে বিদেশ মন্ত্রকের আগাম অনুমোদন নিতে হবে। কর্মসূচিটি যাতে কোনো ভাবেই 'ভারত-বিরোধী' না হয় তাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষামূলক কাজে এ-ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করার প্রতিবাদে আবুটার পক্ষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে একটি স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল "জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থের অজুহাত খাড়া করে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে এ ধরণের কর্মসূচিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা সর্বতোভাবে শিক্ষা-স্বার্থ বিরোধী। ভারতের স্বার্থ বা দেশের শিক্ষার স্বার্থ বললে তা বৃহত্তর জনগণের স্বার্থকেই বোঝায়। কিন্তু এই বিধি সর্বাংশে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালকদের স্বার্থবাহী। তাই তা আদপে জাতীয় স্বার্থ বিরোধী, এবং সম্পূর্ণভাবে ভারত বিরোধী"।

আবুটার আরও অভিযোগ ছিল, "বিধিটিতে জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতির (২০২০) নকশা অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক শিক্ষা, বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিসরকে বিলুপ্ত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার ও তার শিক্ষক, ছাত্র ও গবেষকদের এ্যাকাডেমিক স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে। এর পরিণামে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্ভাবনী গবেষণা, সৃষ্টিশীলতা ও মুক্ত জ্ঞান চর্চার পরিবেশে ধ্বংস হয়ে যাবে"।

এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আন্ডার সেক্রেটারি সরোজ কুমার চৌধুরী উত্তর দিয়েছেন। তাতেই লিখেছেন, ওই বিধিনিষেধ আর প্রযোজ্য নয়।

"বিজেপিকে এপ্রিল ফুল করবে বাংলার মানুষ" দাসপুরের সভায় মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২০ মার্চ (হি.স.): "মোদী, অমিত শাহরা তো বাংলায় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছে। কিন্তু ওরা জানে না এসব করে কোনও লাভ হবে না। বিজেপিকে এপ্রিল ফুল করবে বাংলার মানুষ।"

শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরে একাধিক কর্মসূচি ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন দুপুরে দাসপুরে সভা করেন তিনি। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে জে পি নাড্ডা, সকলকেই তুলোধোনা করেন। নিয়মিত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের বঙ্গসফরকে কটাক্ষ করেন.

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আগামী শনিবার রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন। ফলে জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন সব রাজনৈতিক দলের নেতারা।

হোয়াটসঅ্যাপ-ইনস্টাগ্রামে সাময়িক সমস্যাকে টেনে খড়গপুরের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়েছেন মোদী। দাসপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে পালটা দিলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর। কারণ বিজেপির লড়াই শুধু সোশ্যাল মিডিয়ায়।"

শনিবার খড়গপুরের সভা থেকে হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামে সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দেন মোদী। বলেন, "যেভাবে হোয়াটঅ্যাপ আর ইনস্টাগ্রাম ডাউন হয়ে গিয়েছিল, ওভাবেই দিদির আমলে বাংলাও ডাউন হয়ে গিয়েছে, শিক্ষা, উন্নয়ন সমস্ত দিক থেকে।"

দাসপুরের সভা থেকে মোদীর এই আক্রমণের পালটা দেন অভিষেক। বলেন, "সামান্য কিছু সময় সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই খবর রয়েছে। কিন্তু লকডাউনে, আমফানের সময় কত মানুষ কষ্টে ছিলেন তা তিনি দেখতে পাননি। কারণ বিজেপির লড়াই সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর তৃণমূল মানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে তাঁদের জন্য কাজ করে।"

এদিন দাসপুরের সভা থেকে আত্মবিশ্বাসী স্ট্রে অভিষেক দাবি করলেন, তিনি নিশ্চিত যে বাংলার মানুষ বহিরাগতদের ফেরাবেই। কিন্তু সত্যিই কি বাংলা নিজের মেয়েকেই চাইবে? নাকি রাজ্যের দায়িত্ব বহিরাগতদের হাতে তুলে দেবেন বঙ্গবাসী? তা স্পষ্ট হবে ২ রা মে ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর।

বিমানে উঠতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

মেরিল্যান্ড, ২০ মার্চ (হি.স.): হোঁচট খেয়ে পরে গেলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাও একবার নয়, তিন তিনবার। শুক্রবার আটলান্টা যাওয়ার পথে বিমানে উঠতে গিয়েই তিনি তিনবার হোঁচখান। ওয়াশিংটনের অদূরে মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের জয়েন্ট বেজ এন্ড্রুজে এ ঘটনা ঘটে। বাইডেনের হোঁচট খাওয়ার একটি ভিডিও এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, জো বাইডেনকে তার সহকারী বিমানের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।